ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 14 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৪ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৯ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান, অনুপ্রবেশ নিয়ে মিজোরাম মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলকে সতর্ক করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানে ভারতে সে-দেশের নাগরিকদের অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের চার রাজ্যকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সতর্ক করেছে। মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড এবং অরুণাচল প্রদেশ প্রশাসনকে মায়ানমার সীমান্তে কড়া নজরদারি এবং অনুপ্রবেশজনিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইভাবে আসাম রাইফেলস-কেও সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রপুঞ্জ শরণার্থী কনভেনশন ১৯৫১ মোতাবেক রাজ্য সরকারের কাউকে শরণার্থী হিসেবে গ্রহণ করার এক্তিয়ার নেই, সে-বিষয়টিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক মনে করিয়ে দিয়েছে। মন্ত্রকের নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্যগুলি অবশ্যই অবগত রয়েছে মায়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানে সে-দেশের নাগরিকদের ভারতে অনুপ্রবেশের যথেষ্ঠ সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, মায়ানমারের নাগরিকরা স্বদেশে নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছেন না। ইতিমধ্যে সমস্ত রাজ্যের মুখ্যসচিবদের মন্ত্রকের তরফে মায়ানমারের নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ আটকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ওই চার রাজ্য ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, মায়ানমারের সাথে মিজোরামের ৫১০ কিমি, মণিপুরের ৩৯৮ কিমি, নাগাল্যান্ডের ২১৫ কিমি এবং অরুণাচল প্রদেশের ৫২০ কিমি এলাকাজুড়ে সীমান্ত রয়েছে। ফলে, মায়ানমারেএ অভ্যন্তরীণ অশান্তি স্বাভাবিকভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ওই চার রাজ্য এবং নয়াদিল্লিকেও চিন্তায় ফেলেছে।

টিসিএ সম্পাদক তিমির চন্দের বিরুদ্ধে অনাস্থা

আগরতলা, ১৩ মার্চ (হি.স.)।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েসন (টিসিএ)-এর সম্পাদক তিমির চন্দের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন অ্যাপেক্স কমিটির সদস্যরা। তাই তাঁকে অপসারণের প্রস্তাব বিসিসিআই-এর কাছে পাঠিয়েছেন সংস্থার সভাপতি ডা. মানিক সাহা। এছাড়া নতুন সম্পাদক নিয়োগে অনুমতি চেয়েছেন তিনি। নতুন সম্পাদক নিযুক্তি পর্যন্ত যুগ্ম-সম্পাদক কিশোর দাসকে ওই পদের যাবতীয় সমস্ত কাজ দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ডা. মানিক। সম্পাদক পদে দায়িত্ব পালনে চরম গাফিলতি, অবহেলা এবং অনধিকার হস্তক্ষেপের অভিযোগে তিমির চন্দের বিরুদ্ধে অ্যাপেক্স কমিটির সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন বলে তিনি দাবি করেন।

অ্যাপেক্স কমিটির জনৈক সদস্য অভিযোগ করেন, টিসিএ-র সম্পাদক তিমির চন্দ ত্রিপুরার ক্রিকেটের অনেক সুনাম বাড়াবেন, এমনটাই আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি একের পর এক দায়িত্ব পালনে অবহেলা, গাফিলতি এবং চরম উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিসিসিআই সহ-সভাপতি নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য প্রতিনিধি পাঠানোর চিঠি এসেছিল। কিন্তু ১৯ দিন ধরে ওই চিঠি তাঁর টেবিলে পড়ে রয়েছে। অথচ, কোনও প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি। শুধু তা-ই নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম করে খেলোয়াড় বাছাই করেছেন তিনি। কিন্তু পরবর্তীতে জানা গেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এমন কোনও সুপারিশ করেননি। এমন-কি, সিলেকশন কমিটি থাকা সত্ত্বেও ক্রিকেটার বাছাইয়ে তিনি অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছেন। এমন আরও অনেক কাজকর্ম টিসিএ-র গরিমা নষ্ট করেছে। তাই, আজ তাঁর বিরুদ্ধে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি, বলেন ওই সদস্য। তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, অ্যাপেক্স কমিটির বৈঠক আহ্বান করে তিমির বাবু সময় মতো আসেন না। এমন-কি, আজকের বৈঠক তিনি আহ্বান করেছেন। অথচ, তাঁকে অনেকবার ফোন করেও পাওয়া যাচ্ছে না।

এ-বিষয়ে টিসিএ-র সভাপতি ডা. মানিক সাহা বলেন, অ্যাপেক্স কমিটির সকল সদস্যই তিমির বাবুর কাজকর্মে অসন্তুষ্ট। তাই আজ সকলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে। তাঁর কথায়, আমরা সকলেই নির্বাচিত প্রতিনিধি। ফলে, তিমির চন্দের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে, তাই তাঁকে অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হবে। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব চেয়ে সময় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের অনেক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংঘবদ্ধ হামলায় আহত ব্যক্তির মৃত্যু হাসপাতলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। উজান অভয়নগরে সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় আহত অভিজিৎ দেকে শেষ রক্ষা করা গেল না। তারা ১২ দিন জিবি হাসপাতাল এ জীবন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে হার মানলো অভিজিৎ।

১ মার্চ রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অভয়নগরে সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর ভাবে আহত হয়েছিল অভিজিত দে নামে এক যুবক। পরিবারের লোকজন তারা তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন। তার মাথা সহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত লাগে। চিকিৎসকরা তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। শুক্রবার রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অভিজিৎ। তার মৃত্যুর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে অসম রাইফেলস-এর ট্রানজিট শিবিরের কাছে বোমা উদ্ধার

ইমফল, ১৩ মার্চ (হি.স.) : মণিপুরে আবারও বোমা উদ্ধার হয়েছে। আতঙ্কের বিষয় হল, অসম রাইফেলস-এর ট্রানজিট শিবিরের কাছেই এই বোমা উদ্ধার হয়েছে। গতকাল মণিপুর-এ ইম্ফল পূর্ব জেলায় ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, উগ্রপন্থী সংগঠন প্রগ্রেসিভ গ্রুপ অব পিপলস রেভলিউশনারি পার্টি অব কাংলেইপাক (পিআরইপিএকে) বোমাটি রেখেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থল থেকে বোমা উদ্ধার করে নিরাপদে নষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য পুলিশ। সবচেয়ে তাৎপর্যের বিষয় হল, উত্তর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কোনও উগ্রপন্থী নেই, এনএলএফটি শীর্ষ নেতৃত্ব পরিমল দেববর্মার গ্রেফতারের সাফল্য বর্ণনা করে জানালেন ডিজিপি

আগরতলা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : ত্রিপুরায় কোনও উগ্রপন্থী নেই। তেমনি জনজাতি অংশের মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, উগ্রপন্থায় কোনও সমাধান হবে না। তাই নতুন সদস্য তৈরি করতে পারছে না এনএলএফটি বিশ্বমোহন (বিএম) এবং পরিমল দেববর্মা (পিডি) গোষ্ঠী। আজ ত্রিপুরাবাসীকে নিশ্চিন্তে থাকার জন্য এভাবেই অভয় দিলেন ত্রিপুরা পুলিশের মহা নির্দেশক (ডিজিপি) ভি এস যাদব। তবে, এডিসি নির্বাচন নিয়ে এনএলএফটি পিডি গোষ্ঠীর ভীষণ আগ্রহ রয়েছে, তার অনেক প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, ত্রিপুরায় জাতীয় রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের ওই বৈরি নেতাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেছেন। আজ এনএলএফটি-র শীর্ষ উগ্রপন্থী নেতা পরিমল দেববর্মার গ্রেফতারে সাফল্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে এভাবেই তিনি খোলামেলা আলোচনা করেছেন।

ডিজিপি বলেন, এনএলএফটি পরিমল দেববর্মা সহ বেশ কয়েকজন উগ্রপন্থী বিশ্বমোহন গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ২০১৪ সালে আত্মসমর্পণ করেন এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। কিন্তু ২০১৭ সালে পরিমল দেববর্মা একটি খুনের মামলায় জড়িয়ে যায় এবং ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে যায়। এর পর সে আলাদা গোষ্ঠী তৈরি করে এবং উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালাতে থাকে। ডিজিপি-র কথায়, ২০২০ সালে তাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় বিভিন্ন থানায় ছয়টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এ বছর এখন পর্যন্ত একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি বলেন, গতকাল ওই মামলায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঠিকেদারকে চাঁদার নোটিশ দেওয়ার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে।

ডিজিপি জানান, স্পেশাল ব্রাঞ্চের খবর অনুযায়ী পরিমল দেববর্মা আইজলে রয়েছে এমনটা আমরা জানতে পারি। তাই, মিজোরাম পুলিশের ডিজি-র কথা বলে তাকে গ্রেফতার করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। তিনি বলেন, মিজোরাম পুলিশ তাকে আইজল থেকে গ্রেফতারের পর আজ আদালতে সোপর্দ করেছে। ত্রিপুরা পুলিশের একটি টিম আগামীকাল তাকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানাবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, পরিমল দেববর্মার ট্রানজিট রিমান্ড আদালত মঞ্জুর করবে।

ডিজিপি-র কথায়, আসন্ন এডিসি নির্বাচনে ওই উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর ভীষণ আগ্রহ ছিল এমনটা প্রমাণ মিলেছে। তাছাড়া, জাতীয় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রয়েছে এমনটাও খবর পাওয়া গেছে। তবে, পরিমল দেববর্মাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি, দিল্লি সীমান্তে বাড়ি তৈরি করছেন অন্নদাতারা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন অন্নদাতারা। এবার দিল্লি সীমান্তে রীতিমতো পাকা বাড়ি বানানো শুরু করেছেন আন্দোলনরত কৃষকরা। ইতিমধ্যেই ২৫টি পাকা বাড়ি তৈরি করা হয়েছে, আগামী দিনে ১০০০- ২০০০ পাকা বাড়ি তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন কৃষকরা।

কেন্দ্রের পাশ করা ৩টি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। ইতিমধ্যেই এই বিক্ষোভ ৪ মাসে পড়েছে। দিল্লি সীমান্তে মাত্রাতিরিক্ত শীতের মধ্যে অস্থায়ী ছাউনি বানিয়ে শুরু হয়েছিল বিক্ষোভ। দিল্লিতে ধীরে ধীরে বাড়বে গরমের দাপট, সেই কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হচ্ছে পাকা বাড়ি। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তের টিকরিতে ইতিমধ্যেই পাকা বাড়ি তৈরি করেছেন কৃষকরা। এই বাড়ি তৈরি করার জন্য যে সরঞ্জামের প্রয়োজন, তার টাকা কৃষকরাই দিচ্ছেন। কিসান সোশ্যাল আর্মি বাড়িগুলি তৈরি করছে।

শনিবার সকালে কিসান সোশ্যাল আর্মির নেতা অনিল মালিক জানিয়েছেন, 'এই সমস্ত বাড়িগুলি শক্তিশালী এবং স্থায়ী ঠিক কৃষকদের সদিচ্ছার মতো। ২৫টি বাড়ি তৈরি হয়েছে, আগামী দিনে ১০০০-২০০০ বাড়ি তৈরি করা হবে।' প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের সঙ্গে ১০ দফার বেশি বৈঠক করেছেন কৃষকরা। কিন্তু কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। কেন্দ্র জানিয়েছে, আইনে কিছু সংশোধনী আনতে তৈরি তারা। অবশ্য নিজেদের দাবি থেকে সরে আসতে নারাজ কৃষকরা।

করোনা রুখতে বিমানযাত্রীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা ডিজিসিআই-এর

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : করোনাকে লঘু করে নেওয়া বিমানযাত্রীদের উদ্দেশে কড়া বার্তা দিল যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা নিয়ন্ত্রক ডিজিসিআই-এর। শনিবার প্রকাশিত ডিজিসিআই- এর সার্কুলার-এ বলা হয়েছে, "কিছু যাত্রী যে একেবারেই করোনা সতর্কতা মেনে বিমানযাত্রা করছেন না, তা আমাদের চোখে পড়েছে। বিমানবন্দরে ঢোকার আগে পর্যন্ত কেউ কেউ নাকের তলায় মাস্ক পরছেন, এমনকি মাস্কই পরছেন না।" বিমানবন্দরে ঢুকেও অনেকে মাস্ক পরেন না, উপরন্তু সামাজিক দূরত্বকেও গুরুত্ব দেন না বলে উল্লেখ করা হয়েছে সার্কুলারে। এমনকি অনেকে বিমানে উঠেও মাস্ক খুলে ফেলেন বলে জানানো হয়েছে সার্কুলারে। এবার থেকে এই ধরণের আচরণ আর বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছে ডিজিসিআই।

এডিসি ভোটের মুখে বিরোধী দলনেতা জনগণকে বিভ্রান্ত করছেন ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। প্রদেশের বিজেপির মুখ্য মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী শনিবার রাজ্য জুড়ে শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি নষ্ট করার লক্ষ্যে কাল্পনিক ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যের সাথে উত্তেজনা তৈরি করার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বিকৃত তথ্যের পরিবেশনার জন্য বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের ভূমিকাকে কটাক্ষ করেছেন।

শনিবার বিকেলে বিজেপির রাজ্য সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শ্রী চক্রবর্তী বলেনযে কর্মবিনিয়ো ও জনশক্তি পরিকল্পনা দফতরের জারি করা স্মারকলিপি নিয়ে বিরোধী দলের নেতারা দীর্ঘদিন কথা বলেছেন। সরকার সচেতনভাবে এই বিষয়টি জানে যে, গত ১১ মার্চ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর একটি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাপানিয়ায় হোটেলে লাঞ্ছিত মহিলা সাফাইকর্মী, প্রতিবাদে ব্যাপক ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। হাপানিয়ায় নির্মলা হোটেলে আগরতলা পুর নিগমের মহিলা সাফাই কর্মীকে মারধরের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। যে কোন শহর, নগর কিংবা স্থানীয় এলাকাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন সাফাই কর্মীরা।

প্রতিদিনের জমানো ময়লা, আবর্জনা, হোটেল রেস্তোরা ও দোকানপাটের আবর্জনা সবকিছুই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন সাফাই কর্মীরা। রীতিমতো জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা এসব কাজ করে থাকেন। ভয়ঙ্কর করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতেও আগরতলা শহর রাজ্যের সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব পালন করে গেছেন সাফাই কর্মীরা। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষজন তাদের কাজ কর্মের প্রশংসা করেছেন। বিনিময়ে তারা যে টাকা পয়সা পান তা নিতান্তই নগণ্য। তদুপরি মাঝেমধ্যেই নানা স্থানে এইসব কর্মীদের উপর হামলা এবং অকথ্য ভাষায় গালাগাল দেওয়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এটা কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। সুস্থ ও সভ্য সমাজ ব্যবস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসব কাজ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমাদের রাজ্য হেলথ প্যারামিটারে দেশে পিছিয়ে নেই, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ মার্চ।। রাজ্যের চিকিৎসকগণ যে যে জায়গায় কর্তব্যরত রয়েছেন সেখানকার পরিকাঠামোর মধ্যে থেকেই তাদের পারদর্শিতার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবেই রোগী সহ আম জনতার মনে আরও বিশ্বাস তৈরি হবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের কার্ল ল্যাণ্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩৭তম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করে একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের রাজ্য হেলথ প্যারামিটারে দেশে পিছিয়ে নেই। করোনাকালে দেশের ৫টি রাজ্যের মধ্যে ভাল অবস্থায় ছিল আমাদের রাজ্য। এরাজ্যের চিকিৎসক সহ সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার এক নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে। রাজ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বাজেট বরাদ্দ যা ছিল তা থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবায় সরকার সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়েছে। এখন প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকেও বহু রোগী চিকিৎসার জন্য ত্রিপুরায় আসেন। এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৮৮ শতাংশ কোভিড টিকাকরণ হয়েছে। এক্ষেত্রেও ত্রিপুরা দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে ভাল অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আগরতলা পুর নিগম এলাকার সব ওয়ার্ডে একটি করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। সমস্ত হেলথ সেন্টারকে হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারে পরিণত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১ লক্ষ ৪৪৪ টাকা। এখন হয়েছে ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। প্রাথমিক ক্ষেত্রে আগে উন্নয়নের হার ছিল ৬.৪ শতাংশ। এখন ৩৭.৭৭ শতাংশ। আগে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয় হত। এখন ব্যয় হয় ১২,০০০ কোটি টাকা। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাবমে মৈত্রী সেতু চালু হয়েছে। এর সুফল পাবে ত্রিপুরা। আগামীদিনে ত্রিপুরা অন্যতম বাণিজ্যিক রাজ্য হয়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আশা ভারতবর্ষের নতুন ইঞ্জিন হবে উত্তর-পূর্বাঞ্চল।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক ডা. দিলীপ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর মা কোভিড টিকার প্রথম ডোজ নিলেন

আগরতলা, ১৩ মার্চ (হি.স.)।। করোনা-র বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকা নিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের মা মিনা দেব। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে তাঁকে টিকা দেওয়া হয়েছে। সত্তোরোর্ধ মিনা দেব টিকা নেওয়ার পর সুস্থ আছেন বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

এ-বিষয়ে এক টুইট বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আনন্দের সঙ্গে জানাতে চাই, আজ আমার মা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিয়েছেন। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব, যাঁরা কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার মানদণ্ডে যোগ্য তাঁদের যেন আমরা সকলে মিলে ভ্যাকসিন গ্রহণ করার বিষয়ে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় তৃতীয় পর্যায়ের কোভিড টিকাকরণ শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য কর্মী ও অন্যান্যদের মিলিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে আশানুরূপ টিকাকরণ হয়েছে। এখন তৃতীয় পর্যায়ে টিকাকরণও ভালো সাড়া মিলছে। গতকাল সচিবালয়ে টিকাকরণ কেন্দ্রে টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ

বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের দাবীতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,১৩ মার্চ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার ৩৬ মাইলে পানীয় জল এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিতে আন্দোলনে শামিল হলেন গিরিবাসীরা। ভোটের মুখে পানীয় জল এবং বিদ্যুতের দাবিতে দীর্ঘ তিন ঘন্টা আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের আঠারো মুড়া পাহাড়ের ৩৬ মাইল এলাকায় পথ অবরোধ করে রাখল এলাকার গিরিবাসী অংশের জনগণ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৩৬ মাইল এলাকার গিরিবাসী অংশের মানুষজন দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিল তাদের বিদ্যুৎ এবং পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য। কিন্তু দপ্তর নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ফলে শনিবার সকাল থেকেই এলাকার মানুষজন ক্ষিপ্ত হয়ে আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক পথ প্রায় তিন ঘন্টা অর্থাৎ সকাল ছয়টা থেকে বেলা নয়টা পর্যন্ত অবরোধ করে রাখেন। এতে অবরোধ স্থলের উভয় পাশে ব্যাপক সংখ্যক যানবাহন আটক পড়ে।

তাতে দুর্ভোগে পড়তে হয় ছোট-বড় যানচালক থেকে শুরু করে পণ্যবাহী গাড়ি গুলিকে। আটকা পড়া যাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাতে বাধ্য হন ।জাতীয় সড়ক অবরোধ করে গিরিবাসীরা দাাবি জানান যতক্ষণ পর্যন্ত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের নিশ্চয়তা না মিলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবরোধ চালিয়ে যাবেন ।ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি অবরোধ স্থলে ছুটে আসেন ।তিনি অবরোধকারীদের আশ্বস্ত করেন বিষয়টি তিনি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে এলে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাবেন। মঙ্গিয়াকামি থানার ওসির সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবরোধকারীরা আপাতত জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল এবং বিদ্যুতের দ্রুত ব্যবস্থা করা না হলে তারা আবারও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৫২ ▫১৩ মার্চ ২০২১ ইং ▫২৮ ফাল্গুন ▫ শনিবার ▫১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত

কাজের জগৎ ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরো সংকুচিত করিয়াছে। বহু শিল্প কলকারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুন করিয়া শিল্প কলকারখানা স্থাপনের তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সরকারি দপ্তর গুলিতে ও কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে সরকার।সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিবার ফলে মানুষের কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। তাহাতে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে,

ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশের সর্বত্র কাজের জোগান সারা বছর সমান থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। সেই কারণে দেশের সব জায়গাতেই শ্রমিক চাহিদায় তারতম্য দেখা দেয়। স্বভাবতই, খেটে-খাওয়া মানুষের দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলিয়া যান। কাজের জগতে এমন অবস্থায় আমাদের দেশে যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অথচ,

তাহারা অর্থনীতির একটা গরিষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকিলেও অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছেন। অতর্কিত লকডাউনে তাঁহারা ছিলেন উহ্য। তাহাদের কেউ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছেন, কেউ শত শত ক্রোশ হাঁটিতে গিয়া পথশ্রমে মারা গিয়াছেন, কেউ আবার ট্রাক-লরির ধাক্কায় পিষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র-রাজ্য কেউই তাহাদের সম্পর্কে ঠিক পরিসংখ্যান পেশ করিতে পারেনি। ভোটের প্রাক্কালে নেতৃবর্গের দ্বারা তাহারা নানা আশ্বাস পান এবং ভোটের পরে প্রান্তিক শ্রেণিরূপে সকলের অগোচরেই থাকিয়া যান।

তবুও এই বৃহৎ শ্রেণিটিকে নিয়া সরকারি স্তরে কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় না। লকডাউনে এই শ্রেণির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার খবরে সরকার নড়িয়া চড়িয়া বসিল কি? রিয়েল এস্টেট-এর দাম চড়া রাখিতে মানবসম্পদের এই অবমূল্যায়ন। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত সরকার নগর পরিকল্পনার সময় শ্রমিকদের আবাসের কথা মনেই রাখে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অংশ নিয়াও তাহারা
ব্রাত্যই থাকিয়া যান।

কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়' পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদ না থাকার মর্মান্তিক অবস্থা তাহার প্রমাণ। তাহাদের সেবা বা পরিষেবাটা আমাদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের, খুবই দরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাহারা কোথায় থাকিবেন, তাহাদের পরিবারের, শিশুদের অবস্থা কী, ন্যূনতম পরিষেবা তাঁহারা পান কি না, এ সব কেউ মাথা ঘামান না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাধ্য হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করেন তাহারা। মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, যেটুকু সুবিধা তাঁহারা পাইতেছেন, তাহা-ই অনেক। তাই খালপাড়ে পলিথিন টাঙাইয়া তৈরি হয় তাহাদের ঘর, ফুটপাত হয় ঠিকানা, পুলের তলায় চলে সংসার। যে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের আমরা গর্ব করি, এই মানুষগুলোর জীবনে সেটা কতটা কার্যকর, তাহার কোনও হিসেব নেই। তাহারাই কিন্তু প্রকৃত ভারত। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বা ক্রিকেটে ভারতের জয় এ সবের থেকেও বেশি জরুরি অসহায় মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ, পেটে দুটো খাবার আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে শ্রমিক মেহনতি অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা আরও দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে।

শুভেন্দু অধিকারী কি জমানত রাখতে পারবেন , প্রশ্ন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : "শুভেন্দুবাবু যতই বলুক উনি নিজেও জানেন যে উনি জমানত রাখতে পারবেন কি না, জয়ের কথা তো পরে।" শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি বলেন, "যেদিন থেকে তৃণমূলের সমস্ত সুবিধা ভোগ করে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন, সেদিন থেকেই তিনি সিপিএম, কংগ্রেসের স্তুতি করছিলেন, নন্দীগ্রামের প্রার্থীকে তিনি ডেকে আনেননি তো?" পাশাপাশি এদিন বিজেপি নেতার মানসিক অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পার্থবাবু। দাবি করেন, শুভেন্দু অধিকারী যা করছেন, তা সুস্থ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে ভোট ১ এপ্রিল। গত ১০ তারিখ সেখানে গিয়ে হলদিয়ায় মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পেশ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, পূর্বসূচি অনুযায়ী শুক্রবার মনোনয়ন পেশ করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। হলদিয়া এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি দাবি করলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি হারাবেনই। শুক্রবার মনোনয়ন পেশ করেন নন্দীগ্রামের বাম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ৩

কুলগড়িয়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার ভোরে পূর্ব বর্ধমান দু নম্বর জাতীয় সড়কে আচমকা এক দুর্ঘটনা ৩ জন মারা যান। বর্ধমান জেলার গলসির কুলগড়িয়ার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। তাঁদের এক আত্মীয় মারা গিয়েছেন। তাঁরা একটি গাড়িতে ছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই দম্পতির ছেলে। ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, পূর্ব বর্ধমানের গলসির কুলগড়িয়া চটি এলাকায় দু নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম শাহবাজ খান ওরফে বাবলু, অঞ্জু খানম, জাহিদ করিম। ঘটনায় গুরুতর আহত যুবকের নাম ফাহিদ খান। তাঁদের সবার বাড়ি বিহারের ভাগলপুর এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটার সময় একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে বিহারের ভাগলপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। কলকাতার তপশিয়া এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়িতে ছিলেন শাহবাগ, তাঁর স্ত্রী অঞ্জু খানম, ছেলে ফায়িদ এবং তার আত্মীয়ের ছেলে জাহির করিম।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

২১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁকুড়ায় আসছেন

বাঁকুড়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ মার্চ বাকুড়া সফরে আসছেন। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বিজেপীর রাজ্য সহ সভাপতি তথা বাঁকুড়ার সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার। তিনি আরও জানান বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জেলায় নির্বাচনী প্রচারে আসবেন।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও বাকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন।

উল্লেখ্য প্রথম দু দফার নির্বাচনে জেলার ১২ টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে।২৭ এপ্রিল প্রথম দফায় জেলার চারটি ও দ্বিতীয় দফায় অর্থাত ১ এপ্রিল জেলার বাকি আটটি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। লোকসভা ভোটের নিরিখে জেলার বারোটি আসনেই বিজেপি এগিয়ে ছিল।সে কারনে বিজেপি নেতৃত্ব আশাবাদী জেলার বারোটি আসনেই তাদের জয়লাভ নিশ্চিত।সেই লক্ষেই বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে চাইছে।আর সে কারনেই সর্বভারতীয় নেতৃত্ব প্রচারে আসছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

ব্রিটিশ ভারতে প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ছিল নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় চেতনা বিকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙালির তখন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রমথনাথ বসুও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেন। দেশে ফিরে ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য বিস্তার, বাংলায় বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে চেষ্টা করেন। পরাধীন ভারতে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ভূতত্ববিদ হিসাবে একের পর এক খনিজ সম্পদের আবিষ্কারে। এই আবিষ্কারে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা প্রমথনাথ বসুকে কীভাবে সফলতা এনে দিয়েছিল তা জানলে বিস্মিত হতে হয়।

১৮৫৫ সালে ১২ই মে প্রমথনাথ বসুর জন্ম হয়। শৈশব থেকে এক সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে বড় হতে থাকেন। ৭৫ বছর বয়সে লেখা এক স্মৃতিকথায় তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেকালে গ্রামবাসীদের আনন্দের অনেক উপকরণ ছিল। দুর্গাপূজা, নৌকবাচ, ছোট ও বড় ঘুড়ি ওড়ান, হাডুডু খেলা ও ডান্ডাগুলি। লেখাপড়া অল্প লোক করত, কিন্তু যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি ও শিক্ষা অক্ষরপরিচয়হীন স্ত্রী-পুরুষ সকল স্তরের মধ্যে প্রবাহিত হত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ তখনও দেখা দেয়নি। বাড়ির এক মুসলমান ভৃত্যকে প্রমথনাথ কাকা ডাকতেন। গ্রামের এই আনন্দঘন দিনগুলিতে প্রমথনাথ যোগ দিতেন। বাঙালির সমাজ ও ধর্মানুষ্ঠানের তত্ব তার কিশোর মনে গভীর রেখাপাত করল। উত্তরকালে এই জ্ঞান তার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রমথনাথ বসু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফার্স আর্টস দেন। তারপর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে পড়ার সময় ভূতত্তের পরীক্ষায় পুরস্কার পান এবং রয়্যাল স্কুল অব মাইনস-এও এই বিষয়ে ভালো নম্বর পান। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রমথনাথ বসুর গিলক্রাইস্ট বৃত্তি শেষ হয়ে গেলে চাকরি না নিয়ে দেশে ফিরে আসা তীর সঙ্গত মনে হল। তাই প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা প্রদান ও ছাত্র পড়ানো- এই তিন উপায়ে উপার্জন করতে লাগলেন। তখন যাঁরা বিলাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। প্রমথনাথ এখানে পড়াতে আরম্ভ করলেন। এরই কোনও ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন প্রমথনাথের ছাত্র ছিলেন।

ভারতীয়দের ও ভারতের উন্নতি বিধানের জন্য লন্ডনে যে ইন্ডিয়া সোসাইটি সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সময় ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করায় তখন যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও ভারত নেতা লালমোহন ঘোষ বিলাতে যান। তখন নানা সভা সমিতিতে তার বক্তৃতার জন্য প্রমথনাথ আয়োজন করেছিলেন। লালমোহনের এই বক্তৃতা কার্যকরী হয়েছিল। প্রমথনাথ নিজেও দেশের মঙ্গলের জন্য উদাহরণসহ ইংরেজ গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্য ও কুশাসনের প্রতিবাদে নানা সভায় বক্তৃতা করেন। ১৮৮০ সালে ১৩ ই মে তিনি ভূতত্ত বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে ৩০ জুলাই দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই প্রথমনাথ কাজে যোগ দে। কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেও তাঁর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা তা মেনে নেয়নি। তাঁদের কাছে সমুদ্রযাত্রা প্রায় ধর্মত্যাগের সমান। তাই তারা প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হলেন না। তাঁর পিতা সমাজের এই শাসন শিথিল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাই প্রমথনাথের নিজের গ্রামের প্রতি অভিমান হয়। যদিও এই গ্রাম গৈপুর নতুন যুগের প্রভাব থেকে দূরে ছিল না। পাশের গ্রাম খঁটুয়া থেকে 'কুশদহ' পত্রিকা নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হত। এতে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কারধর্মী আলোচনা থাকত।

তবে ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ভারতে ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে একটু আলোকপাত করা দরকার। ১৭৭৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী রয়েস সোসাইটির সভ্য রেনেল কর্তৃক বঙ্গ ও বিহারের উৎকৃষ্ট মানচিত্র আঁকা হল। সেই সময় থেকে ভারতের নানা সম্পদ ও ইতিহাসের সন্ধান শুরু হল। রাজ্যশাসনে নানা বিভাগে নিযুক্ত হয়ে যে সব জ্ঞানবান ও কর্মী এদেশে আসতেন তাঁরা বহু উৎখৃষ্ট কর্মেণ ূচনা করেছিলেন। ভারতের জ্যামিতিক মানচিত্র তৈরির জন্য একটি বিভাগ খোলা হলে কর্নেল ল্যাম্পটন তার সার্বে দলের কর্তা হন। এদের সঙ্গে থাকতেন ডাক্তার ও ভূতত্ত্ববিদ ডা. ভয়সে তা হতেই ভারতে খনিজ সম্পদের সূচনা। তারপর অনেক ইংরেজ এদেশে এসে অন্য কাজের ফীকে খনিজের সন্ধান করতেন, মানচিত্র সম্বলিত প্রবন্থ লিখে পরস্পরের অবগতির জন্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ

করতেন। কয়লা ও খনিজের সন্ধানের জন্য ১৮৩৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। তারই ক্রমবিকাশ হল ১৮৫১ সালে-র প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রমথনাথ বসু ভারত হন (১৮৮০ সালে)। যত সহকারে কাজ করার জন্য সাত বছরের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হলেন। এই সময় তার কাজ ছিল দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করে খনিজের সন্ধান ও সে সম্বন্ধে মানচিত্র সহ রিপোর্ট প্রদান। শরৎকালের আসতেন বর্ষার শুরুতে। এই সব অভিযানে তার গন্তব্যস্থান ছিল মধ্যপ্রদেশ। নর্মদা নদীর নিম্নাংশের খনিজ সম্পদ, রায়পুর অঞ্চলের লিগনাইট, রায়পুর জেলার পশ্চিমাংশে লৌহ, রায়পুর ও বালাঘাটে আগয়শিলা, জবুলপুরের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত খনিজ তার সন্ধানে ধরা পড়ল। প্রমথনাথের কাজ খুব মূল্যবান মনে হওয়ায় তাকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মধ্যভারতে পাঠানো হল। বাংলাদেশেও কিছু সন্ধান করলেন তিনি। বরাকর ও রানিগঞ্জ অঞ্চলের অভ্রের স্তর আবিষ্কৃত হল। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথের প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হতে থাকল। তার পরবর্তী কাজ হল দার্জিলিং অঞ্চলে কয়লা আবিষ্কার। সিকিমে আবিষ্কার হল তামার আকর। দক্ষ ও কষ্টসহিষু কর্মচারী বলে প্রমথনাথকে পরের বছর ব্রহ্মদেশের নিম্নভাগের খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য পাঠানো হল। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি রেওয়া ও তার পূর্বদিকে শ্রায় ২০০০ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানে খনিজের সন্ধান করলেন। এর মধ্যে তিনি দু''বছর ছুটি নিলেন। এরপর ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই কাজ চলল। তারপর অসমের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েও অনুসন্ধান হল।

খাসিয়া উপত্যকায় কিছু তেল বের হতে দেখা গেল। ১৯০১ সালে প্রমথনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। তার বক্তৃতায় এবং ভূবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনে বহু মেধাবী ছাত্র এই বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন। ভূতত্ববিদ হিসাবে প্রমথনাথের আবিষ্কারও ছিল চিত্তাকর্ষক। ১৯০৩ সালের শেষ দিকে তিনি ময়ুরভগ রাজ্যের খনিজের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। পূর্ব অভিজ্ঞতায় শীঘই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ খনিজ আবিষ্কার করলেন। প্রমথনাথের এই আবিষ্কারের বিবরণ ১৯০৪ সালের ১৪ই অক্টোবর স্টেটসম্যানে এবং ৩রা ডিসেম্বরে এ প্রকাশিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এই লৌহ খনিজ হতে ছোট ছোট চুল্লি দ্বারা লোহা প্রস্তুত করত। সেই লোহা দিয়েই দা, কুডুল, তির ও লাঙ্গলের ফলা প্রস্তুত করত। তা দেখেই প্রমথনাথ এই খনিজের আভাস পান এবং তার ভূতত্ববিদ্যা প্রয়োগ করে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার করেন।

টাটার লোহার কারখানা স্থাপনেও প্রমথনাথ বসুর ভূমিকা ছিল। ভারতে লোহার কারখানা খোলার বিশেষ ইচ্ছে হওয়ায় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামশেদজি টাটা নিজে আমেরিকায় গিয়ে একটি কোম্পানি হতে পর পর দুজন বিশেষজ্ঞ, ওয়েল্ড ও পেরিক্কে-কে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক খুঁজে তীরা মধ্যভারতে চান্ডাল লৌহ খনিজ ও কয়লার সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু তা যথাযোগ্য বিবেচিত হল না। টাটারা আশা ছাড়লেন না। এমন সময় জামশেদজির পুত্র ডোবরজি দ্রগ জেলায় উৎকৃষ্ট লৌহ খনিজের বিবরণ নাগপুরের জাদুঘরে একটি মানচিত্রে দেখতে পান। ওই মানচিত্রে প্রাপ্ত বিবরণ অনুসরণ করে তিনি জানতে পারেন যে গভর্নমেন্টের ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ বসু প্রায় ১৫ বছর আগে তা আবিষ্কার করেছেন। তৎক্ষণাৎ ওয়েল্ডকে নিয়ে তিনি ধল্লী ও রাজহরা পর্বতে চলে যান। ১৯শে মে, ১৯০৪ সালে জামশেদজির মৃত্যু হয়। এই শোকসংবাদের আঘাত কাটিয়ে উঠেই টাটারা প্রমথনাথ বসুর কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। পত্রে ছিল আবিষ্কৃত লৌহ খনির বিবরণ। পরে টাটারা ময়ুরভঞ্জে গেলে প্রমথনাথ তাদেরকে খনিতে নিয়ে গিয়ে সব দেখান। ফলে প্রমথনাথের মধ্যস্থতায় ময়ুরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্র ভগ্ভ দেওরের সঙ্গে টাটাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রমথনাথ ছিলেন রাজার কারিগরি উপদেষ্টা। ধল্লীরাজহররার খনিতে আরো বেশি লোহা ছিল। আর এই খনিজ রয়েছে মাটির উপরের স্তরে, তুলে নিলেই হল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এইভাবেই কাজ চলেছে। প্রমথনাথের আবিষ্কার, পরামর্শ ও দূরদৃষ্টি টাটাদের বিশেষ পরিপোষক হওয়াতে তারা কৃতজ্ঞতাবশে তাকে এই নতুন কোম্পানিতে বিনামূল্যে কিছু অংশ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রমথনাথ তা গ্রহণ করেননি। তবে তারা জামশেদপুরে প্রমথনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই বিখ্যাত ভূতত্ববিদকেও ব্রিটিশ সরকারের বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। অস্থায়ী সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগ দিলেও তার দু''বছর আগে নিযুক্ত গ্রিবাস বিভাগের ডিরেক্টর হলেন (২০/৭/১৮৯৪)। প্রমথনাথ বসু দু''বছর ছুটি কাটিয়ে এলেও তীর প্রমোশন হল না। দ্বিতীয় শ্রেণির ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদেই থাকলেন।

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রমথনাথ ১৯০৩ সালে সরকাবি চাকরি ত্যাগ করেন। কারণ হেনরি হল্যান্ড ভূতত্ববিভাগ তার চেয়ে চাকরিতে ১০ বছরের জুনিয়র হয়েও প্রমোশন পেয়েছিলেন। পদত্যাগের কারণে তিনি পুরো পেনশন পেলেন না। পেলেন তখনকার পুরো বেতনের ১/৩ অংশ মাত্র, অর্থাৎ ৪১৩ টাকা। তবে পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশীয় ময়ুরভঞ্জ রাজ সরকারের ভূতত্ববিভাগের কর্তারূপে নিযুক্ত হন।

স্বদেশ হিতৈষী প্রমথনাথ বসু ডন সোসাইটি এবং সায়েন্স-এ নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি দীর্ঘ তিরিশ ব্যাপৃত ছিলেন এবং বুঝেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া ভারতের অগ্রগতি স্বপ্নই থেকে যাবে। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

কোন কোন অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবেন রাহুল গান্ধী

আর কে সিনহা

ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা (১৯৭৫ সাল) নিয়ে অকপটেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, জরুরি অবস্থা একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। শুধুমাত্র এটাই নয়, কংগ্রেস ও নেহেরু-গান্ধী পরিবারের আরও অনেক অপরাধের জন্য রাহুলকে হয়তো ক্ষমা চাইতে হবে। রাহুল যদি জরুরি অবস্থার পাশাপাশি স্বর্ণ মন্দিরে ট্যাঙ্ক চালানোর পদক্ষেপকেও ভুল আখ্যা দিতেন, এটাই আক্ষেপ রয়ে গেল। তখন রাহুলের ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৫ জুন ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইন্দিরা। তাঁর ওই সিদ্ধান্তের গেলে দেশভক্ত শিখ সমাজের একটা বৃহৎ অংশ সর্বকালের জন্য দেশের মুখ্যধারা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তিনি দেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি শিখদের ভাবাবেগকে আঘাত করেছিলেন। ওই দিন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয় সেনাকে। সেখানে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কও চলতে থাকে। ওই পদক্ষেপকে অপারেশন ব্লু স্টার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ওই পদক্ষেপে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ। ইন্দিরা গান্ধীর জেদের কারণে শিখ সম্প্রদায়কে দেশের শত্রু মনে করা হয়েছিল। ওই পদক্ষেপের প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশজুড়ে হাজার হাজার শিখ ভাই-বোন, বাচ্চাদের ছুটিয়ে চুটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ইন্দিরার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল শিখরা, কারণ তিনি সেনা পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বর্ণ মন্দিরে সেনা পদক্ষেপ ছাড়া কোনও বিকল্প কী ছিল না? আমার এখনও মনে আছে, আমি যখন আকাশবাণীতে শুনি স্বর্ণ মন্দিরে ঢুকে পড়েছে ভারতীয় সেনা, তখন মনের মধ্যে খারাপ খারাপ চিন্তা আসছিল। সেই খারাপ চিন্তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল। রাহুল কী কখনও বলবেন, স্বর্ণ মন্দিরে সেনা পদক্ষেপের যে সিদ্ধান্ত তাঁর ঠাকুমা নিয়েছিলেন, তা ভুল ছিল? ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল তৎকালীন ভাইস চিফ প্রাক্তন এস কে সিনহা একবার বলেছিলেন, 'ম্যাডাম গান্ধী যদি আমার কথা মেনে নিতেন, তাহলে স্বর্ণ মন্দিরে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার পড়ত না। এটাই আক্ষেপ!'' সামরিক পদক্ষেপের আগে এস কে সিনহাকে নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা তখন রেগেছিলেন। ইন্দিরা যা যা বলছিলেন সিনহা তা মনে দিতে শুনছিলেন। কিছুক্ষন পর ইন্দিরা গান্ধী সিনহাকে বলেন, আমি যা

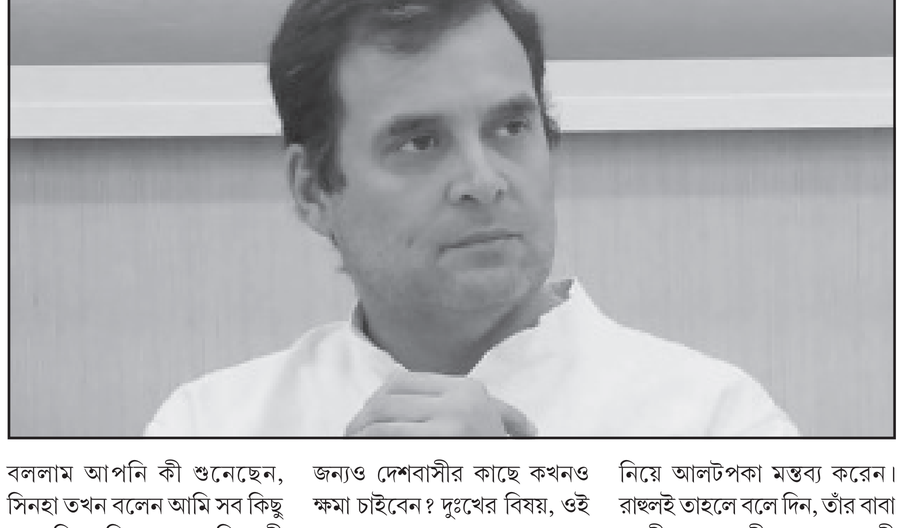

বললাম আপনি কী শুনেছেন, সিনহা তখন বলেন আমি সব কিছু শুনেছি, কিন্তু আপনি কী চাইছেন? ইন্দিরা বলেন, ''আমি যা বললাম, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাই করুন।'' সিনহা তখন ইন্দিরাকে বলেন, কোনও হত্যালীলা ছাড়াই সকলে আত্মসমর্পন করে দেবে। কিন্তু, ইন্দিরা তখন সিনহাকে বলেন, 'আপনি আসতে পারেন।' সবাই জানেন, এরপর জেনারেল বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল।

রাহুল কী ঠাকুমার এই অপরাধের জন্যও দেশবাসীর কাছে কখনও ক্ষমা চাইবেন? দুঃখের বিষয়, ওই পদক্ষেপের পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল। দেশ এমনিতেই স্তব্ধ ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের গুন্ডারা এরপর কীভাবে শিখদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তা গোটা দেশ জানে। রাহুল গান্ধী যে কংগ্রেস দলের নেতা সেই কংগ্রেস দলের অনেক প্রভাবশালী নেতাদের তত্ত্বাবধানে কয়েক হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। রাহুল গান্ধী মাঝেমধ্যেই দেশের বিদেশনীতি নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করেন। রাহুলই তাহলে বলে দিন, তাঁর বাবা রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনাকে পাঠানো কী উচিত ছিল? শ্রীলঙ্কায় শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই মিশনে ১,১৫৭ জন সৈন্যকে হারিয়েছিল। রাজীব গান্ধীর বিদেশ নীতির শিকার হয়েছিলেন তাঁরা। ওই মিশনের পর ভারত ও শ্রীলঙ্কার তামিলরাও রাজীবের শত্রু হয়ে ওঠেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল ১৯৯১ সালে হত্যা করা হয়েছিল রাজীব গান্ধীকে।

রাহুলজি সবে তো শুরু হয়েছে, আপনি কী জানেন ১৯৮৪ সালের ২ ও ৩ ডিসেম্বরের রাতে ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের ফ্যাক্টরিতে বিষাক্ত গ্যাসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সরকার ছিল। আপনি কী জানেন ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসন ১৯৮৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ভোপালে এসেছিলেন। তাকে গ্রেফতারের পরিবর্তে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর নির্দেশে এই কাজ করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি বি নরসিংহ রাও। এসবই কংগ্রেস দলের কিছু অপরাধ। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে ভক্তদের ভীড় আগরতলা শিব বাড়িতে। ছবি ঃ নিজস্ব

মোর্চায় নয়া মোর, ৪টি আসনে প্রার্থীই খুঁজে পেল না আইএসএফ

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) নিয়ে আজব বিড়ম্বনায় জোট নেতৃত্ব। নিজেদের কোটায় থাকা ৩০ আসনের মধ্যে ৪টি আসনে প্রার্থীই খুঁজে পেল না আব্বাস সিদ্দিকির দল।
তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থীরা ইতিমধ্যে পুরোদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপি-র প্রার্থীতালিকাও শীঘ্রই ঘোষণা করার কথা। কিন্তু সংযুক্ত মোর্চার সব আসতে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়নি। ৪টি আসনে প্রার্থী খুঁজে না পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে ওই চারটি আসনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএসএফ। দলের সভাপতি শিমূল সোরেন প্রার্থীর অভাবের কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিরিশটির বদলে ২৬টি আসনে লড়বেন তাঁরা।
ফুরফুর শরিফের পিরজাদা আব্বাস একটা সময় দাবি করছিলেন, তাঁর দল এবারের নির্বাচনে বাংলায় 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে চলেছে। বস্তুত, বামেদের ব্রিগেড সমাবেশে নিজের বহু সমর্থককে হাজির করে চমকও দিয়েছিলেন আব্বাস। এমনকী, আসন রফা নিয়ে আলোচনার শুরুতে অন্তত ৪৪টি আসনে লড়াই করার দাবি বামেদের কাছে জানিয়েছিলেন আব্বাস। বিস্তর জলঘোলার পর, আইএসএফকে ৩০টি আসন ছাড়তে রাজি হয় বামেরা। কংগ্রেস আরও ৭টি আসন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বামেরা যে ৩০টি আসন আইএসএফকে ছেড়েছিল, তার সবকটিতে উপযুক্ত প্রার্থীই খুঁজে পায়নি তাঁরা। যার জেরে তিরিশটির বদলে ২৬টি আসনে লড়বে আইএসএফ। নন্দীগ্রাম-সহ আইএসএফের কোটার মোট চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বামেরা। প্রথম দফার ভোটের মাত্র ১৫ দিন আগে এ খবর প্রকাশ্যে আসায় বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে সংযুক্ত মোর্চা নেতৃত্ব।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মানকরে সাংসদ সুনীল মন্ডলের বিরুদ্ধে পোস্টার, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১২ মার্চ (হি. স.) : ''দলবদলুদের চায় না গলসীর জনগণ''। এরকমই লেখা পোস্টার পড়ল এবার সাংসদ সুনীল মন্ডলের বিরুদ্ধে। আর তাই নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে গলসী বিধানসভার বুদবুদের মানকরে।
প্রসঙ্গত, গত ৭ মার্চ পানাগড় বুদবুদে সাংসদ সুনীল মন্ডলকে গলসীতে চেয়ে পোস্টার পড়েছিল।
তাতে লেখা ছিল ''দিল্লী নয়, বাংলার উন্নয়নে গলসীতে চায়''। গলসীর জনগনের নামে পোস্টারগুলি ছিল। তবে ওই পোস্টারে আবার বিজেপি লেখা দলের প্রতীক চিহ্নও ছিল। ওই পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছিল। তা নিয়েও বিস্তর জল্পনা শুরু হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সুনীল মন্ডলকে না চেয়ে পোস্টার পড়ল বুদবুদের মানকরে। শুক্রবার মানকর কলেজ রোডে পোস্টারগুলি নজরে পড়ে। তাতে আবার লেখা রয়েছে দলবদলুদের গলসীর মানুষ চায় না। স্বাভাবিকভাবেই কে কারা পোস্টারগুলি দিয়েছে। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।
প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগেই সাংসদ সুনীল মন্ডল ঝাড়গ্রামে অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগদান করেন। যদিও তার আগে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের গলসীর বিধায়ক ছিলেন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। এবং বর্ধমান পুর্ব থেকে দু-দুবার সাংসদ নির্বাচিত হন। সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া সুনীলবাবুর প্রকাশ্য সভায় বেফাঁস বক্তব্যে রাখেন। তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়ে দল। তবে পর পর পোস্টার পড়া নিয়ে বিজেপির পুর্ব বর্ধমানের জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন,' কে কোথায় প্রার্থী হবে না হবে, সেটা দল ঠিক করবে। দলের অনুশাসন সকলকে মানতে হয়। তার উর্ধ্বে কেউ নয়। কে বা কারা এধরনের পোষ্টার লাগছে বোঝা যাচ্ছে না। এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূলের চক্রান্ত হতে পারে।'
তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' খেলা হবে, খেলা হবে। নামই শুধু শোনা যাচ্ছে। খেলওয়াড় মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছে। দলবদলু হোক আর যাই হোক, মানুষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।'

কয়লা কাণ্ডে সাংসদ অভিষেকের শ্যালিকার স্বামীকে সোমবার তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা, শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সিবিআইয়ের নজরে এবার মেনকার স্বামী। এখন দেখার, সিবিআইয়ের তলব পেয়ে মেনকার স্বামী এবং শ্বশুর হাজিরা দেন কি না। হাজিরা দিলেও তাঁদের থেকে এই সংক্রান্ত আর কী কী তথ্য সিবিআইয়ের হাতে আসে, কয়লা কাণ্ডের তদন্ত কোন পথে মোড় নেয়, এসবের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা।
সূত্রের খবর, লন্ডনে মেনকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী সোমবার তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই নোটিসের বিষয়ে অবশ্য মেনকা কিংবা তাঁর স্বামী অঙ্কুশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
কয়লা কাণ্ডে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি
সাংসদের বাড়িতে যায় সিবিআই আধিকারিকদের ৮ জনের বিশেষ দল। তার কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য অভিষেকের বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৮ পাতার প্রশ্নপত্রে রুজিরার নাগরিকত্ব এবং পরিচয় নিয়ে জানতে চান তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সাংসদের স্ত্রীর ব্যাংক লেনদেন নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। সিবিআই সূত্রের খবর, তদন্তে রুজিরা যথেষ্ট সহযোগিতা করলেও তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার আগের দিনই রুজিরার বোন মেনকা গম্ভীরের পঞ্চসায়রের আবাসনে গিয়ে তাঁকেও একইভাবে লন্ডনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত জবাবে মেনকা জানিয়েছিলেন, অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি তিনি নন, দেখেন তাঁর স্বামী অঙ্কুশ অরোরা।
এরপরই নথিপত্র যাচাই করে মেনকার স্বামী অঙ্কুশ এবং তাঁর শ্বশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১৫ তারিখ তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে নিজাম প্যালেসে।

কর্মসূচিতে বদল, নন্দীগ্রাম দিবসে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ তৃণমূলের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। কথা ছিল, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার। কিন্তু তার আগে বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে মনোনয়ন পেশের পরই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে ইস্তেহার প্রকাশের নতুন দিনক্ষণ জানাল তৃণমূল। ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রাম দিবসেই ইস্তেহার প্রকাশ করা হবে, খবর দলীয় সূত্রে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে থাকবেন ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে।
১১ তারিখই প্রকাশ্যে আনার কথা ছিল কোন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছে রাজ্যের শাসকদল। আচমকা বুধবার সন্ধেবেলা মন্দির দর্শনে গিয়ে জখম হন তৃণমূল সুপ্রিমো। আপাতত এসএসকেএমে ভরতি তিনি। ফলে বাতিল হয়েছে যাবতীয় দলীয় কর্মসূচি।
১৪ মার্চ কালীঘাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ইস্তেহার প্রকাশ করবেন দলের সুপ্রিমো। রাজ্যের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য। সেই পর্বেই করোনা ও আমফান পর্বে কেন্দ্রের সরকারের কাছে কীভাবে বাংলা বঞ্চিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে সেই কথা উঠে এসেছে তৃণমূলের ইস্তেহারে। এর একটা বিশেষ অংশে গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও নানা প্রকল্প। বিশেষ জায়গা পেয়েছে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরকে নিয়ে নানা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এসবের মধ্যেই উঠে এসেছে করোনা ও আমফান পর্বে কেন্দ্রের সরকারের বঞ্চনার কথা। করোনা ও আমফানের জোড়া ধাক্কায় চাপ বেড়েছে রাজ্যের রাজস্ব আদায়ে। অথচ কেন্দ্রের কাছে বারবার আবেদন করেও তার জন্য সহযোগিতা তো মেলেইনি। উপরন্তু রাজ্যের প্রাপ্য টাকাও মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী বারবার অভিযোগ করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমফানে অগ্রিম বাবদ এক হাজার কোটি টাকা মিলেছিল। কিন্তু তার পর আর কোনও সাহায্যই মেলেনি। ইস্তেহারে বিস্তারিতভাবে সে কথা লেখা হয়েছে।
এই পরিস্থিতিতেই ছত্রে ছত্রে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে।

এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ সিবিআই-এর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : এবার আইকোর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠাল সিবিআই। আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের মহাসচিবকে। শুক্রবার তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।
জানা গিয়েছে, আইকোর মামলার তদন্তে নেমে অনুকূল মাইতিকে জেরা করে একাধিক তথ্য পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পার্থবাবুকে জেরা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও তিনি এখনও কোনও নোটিস হাতে পাননি বলে দাবি করেছেন।
প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি আইকোর মামলায় তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইএঁাকে নোটিস পাঠায় সিবিআই। জিজ্ঞাসবাদের জন্য অতি শীঘ্রই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।
সেই সময় সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, আইকোরের একটি অনুষ্ঠানের ভিডিও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে আসে। সেখানে দেখা গিয়েছিল মানস ভুঁইএঁাকে। তিনি আইকোরের সমর্থনে একাধিক বক্তব্যও রেখেছিলেন। এছাড়াও আইকোর কাণ্ডে একাধিক ব্যক্তিকে জেরা করায় উঠে আসে মানস ভুঁইএঁার নাম। সেই কারণেই তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেন তদন্তকারীরা। সেই সময়ই আরও একাধিক প্রভাবশালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোমবার থেকে কলকাতা মেট্রোয় টোকেন চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : আগামী সোমবার থেকে মেট্রোয় টোকেন চালুর কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। অন্যান্য রাজ্যে বাড়তে থাকা করোনা সংক্রমণের জন্য এই সিদ্ধান্ত।
স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ২৮৫। বৃহস্পতিবার এই সংখ্যা ছিল ২২ হাজারের কিছু বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাসের বলি ১১৭ জন।
করোনার জন্য গত বছর লকডাউন জারি হয় দেশে। স্তব্ধ হয়ে যায় এরাজ্যের জনজীবন। সমস্ত গণপরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আনলক পর্যায়ে গত সেপ্টেম্বরে কলকাতায় চালু হয় মেট্রো পরিষেবা। তবে প্রথম দিকে শুধুমাত্র আগে থেকে আসন সংরক্ষণ করে, ই-পাস কিনে তবেই মেট্রো সফর করা যেত। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মেট্রোয় যাতায়াত সহজ হয়। ই-পাসের বদলে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্মার্ট কার্ডে যাতায়াত করা যেত। যদিও প্রথমে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য স্মার্ট কার্ডে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সকলের জন্যই স্মার্ট কার্ডে যাতায়াতে ছাড়পত্র দেয় মেট্রো রেল।
কিন্তু টোকেন এখনও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে স্মার্ট কার্ড না থাকলে মেট্রোয় উঠতে পারছেন না কেউ। সেই কারণে কিছুদিন আগে মেট্রোর তরফে জানানো হয়, ১৫ মার্চ থেকে ফিরবে টোকেন। সেই সিদ্ধান্ত বদল করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, দেশের একাধিক রাজ্যে করোনা সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, সেই কথা চিন্তা করেই আপাতত টোকেন চালু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতি ও শুক্রবার — পরপর দু'দিন দেশে লাফিয়ে বেড়েছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা।

ট্যাব না কিনে নবান্নের বরাদ্দ টাকা খরচ হয়েছে অন্য খাতে, পড়ুয়ারা ভয়ে স্কুলে যেতে রাজি নয়

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : অনলাইন পঠনপাঠনের স্বার্থে ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই টাকা ঠিক কাজে লাগানো হয়েছে কিনা, তার প্রমাণ দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হতেই সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে।
অনলাইনে পড়াশুনার জন্য রাজ্যের সব উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ট্যাব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর রাজ্যের কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দশ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে। সরকারের তরফে থেকে স্কুলগুলোকে বলা হয়েছিল, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ট্যাব বা মোবাইল কেনার উপযুক্ত বিল বা ভাউটার নিয়ে, তা যাচাই করে ইউটিলাইজেশন সার্টইফিকেট (ইউসি) তৈরি করে শিক্ষা দফতরে পাঠাতে হবে।
অনেক ক্ষেত্রে আমফানে ভেঙে যাওয়া বাড়ির ছাদ সারানো হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকায়। অথবা, খরচ হয়েছে অন্য কাজে। ফলে, হাতে নেই ট্যাব-মোবাইল কেনার রসিদ। কিন্তু ওই টাকার 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট', অর্থাৎ ট্যাব বা মোবাইল কেনার রসিদ তো জমা দিতেই হবে স্কুলে। ফলে, ভয়ে স্কুলমুখোই হচ্ছে না। এই অবস্থায় তারা আদৌ উচ্চ মাধ্যমিকে বসবে কিনা, স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। স্কুলমুখো না হলে কীভাবে তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করবে? আদৌ পরীক্ষায় বসবে তো? প্রশ্ন এটাই। শিক্ষা দফতরের কাছে এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে সমাধানসূত্র খোঁজার অনুরোধ জানিয়েছেন একাধিক শিক্ষক সমিতি।
গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, ট্যাব বা মোবাইলের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর দরিদ্র বহু ছাত্রছাত্রী তা কেনেনি। এবার বিল জমা দিতে বলা হলে তারা ভয়ে স্কুল পথে যাচ্ছে না। কীভাবে তাদের ফের স্কুলমুখী করা যাবে, এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষা দফতরের দরবারে হাজির হয়েছে রাজ্যের প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন 'অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেস।'
সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দনকুমার মাইতির আক্ষেপ, "গ্রামাঞ্চলের প্রতি স্কুলের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পড়ুয়া মোবাইল বা ট্যাব না কিনে অন্য প্রয়োজনে টাকা ব্যবহার করেছে। স্কুল বিল দিতে চাপ দেওয়ার পর অনেকে স্কুলে আসছে না, অনেকে আবার ভুয়া বিলও জমা দিয়েছে। সেই বিল কী পদ্ধতিতে প্রধানশিক্ষক যাচাই করবেন, তার উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আহত মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় টুইট রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। শান্ত এবং অনুকূল পরিবেশেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ তাঁর সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। সবাইকে এই সময় শান্ত থাকতে হবে। সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।"
প্রসঙ্গত, ঘটনার দিনই মমতাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেদিন তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে সরে আসেননি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শুক্রবার সকালে টুইট করেও মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করলেন তিনি।
আগের তুলনায় এদিন শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এসএসকেএম সূত্রে খবর, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তাঁর। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেন রাজ্যপাল।
উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার সন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে এসএসকেএমে দেখতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে। সেসময় হাসপাতালের সামনে উপস্থিত তৃণমূল সমর্থকরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে "গো ব্যাক" স্লোগানও তুলতে থাকেন। এমনকী মমতাকে দেখে বেরোনোর সময় কালো পতাকাও দেখানো হয় রাজ্যপালকে। পরিস্থিতি বেশ জটিলও হয়ে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে থেকে রাজ্যপালের গাড়ি উদ্দেশ করে জুতোও নাকি ছোঁড়া হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য রাজ্যপালের কনভয়কে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসেন পুলিশ আধিকারিকরা।

ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতার : শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ১২ মার্চ (হি.স.): এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনের দু''জন হেভিওয়েট প্রার্থী হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম আসন থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এবার শুভেন্দুর পালা। নন্দীগ্রাম আসনের প্রার্থী হওয়া নিয়ে শুক্রবার মমতাকে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, 'প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতার। এবার নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁকে হারাবেই।'
শুক্রবার সকালে নন্দীগ্রামের

সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু। সেখানে পুজো দেওয়ার পর জানকিনাথ মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। করেন যজ্ঞও। কথা বলেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, 'এখানকার মানুষের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক। প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষ এবার তাঁকে হারাবেই। আমি নন্দীগ্রামের একজন ভোটার।' উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'হামলা'র বিষয়টি ঘিরে তেতে রয়েছে গোটা নন্দীগ্রাম। এই আবহেই শুক্রবার মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন শুক্রবার।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফাঁস শ্রদ্ধা কাপুর এবং রোহান শ্রেষ্ঠের নয়া ভিডিও

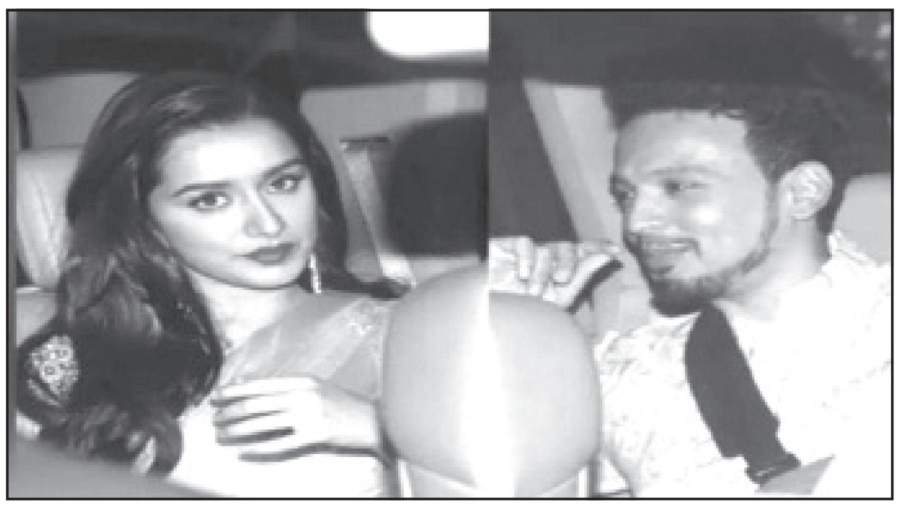

শ্রদ্ধা কাপুর এবং রোহান শ্রেষ্ঠের আলোচনা এখন বলিউডের হট কেক।দুজন কখনও প্রকাশ্য প্ল্যাটফর্মে তাদের সম্পর্কের কথা স্বীকার না করলেও দু'জনকে প্রায়শই একসাথে দেখা যায়। কখনও রোহান শ্রদ্ধার খুড়তুতো ভাই প্রিয়ঙ্কের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেন, আবার কখনও শ্রদ্ধা, প্রিয়ঙ্কের জন্মদিনের পার্টিকে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছেন এমন ছবি দেখা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে কী চলছে তা দুজনেই ভাল করে জানতে পারবেন। এরই মধ্যে তাদের দুজনের আরও একটি ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে। এই ভিডিওতে শ্রদ্ধা কাপুর গভীর রাতে রোহান শ্রেষ্ঠের সাথে ডিনার করতে এসেছিলেন।। ভিডিওতে শ্রদ্ধা কাপুরকে রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি এই ভিডিওতে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত দেখায়। পরণে, ট্রাউজার,লেদার এর কোর্ট আর মুখে কালো মাস্ক। সুত্রের খবর, এই দুজনের পারিবারিক তরফ থেকে সমস্ত রকম সম্মতি আছে। চলতি মাসের শুরুতেই শ্রদ্ধা কাপুরের মাসির ছেলে প্রিয়ঙ্ক শর্মা এবং সাজা মুরানির বিয়ের অনুষ্ঠানে মলদ্বীপে সপরিবারে হাজির ছিলেন শ্রদ্ধা। সেখানে নায়িকার পাশাপাশি দেখা মেলে রোহনেরও। প্রিয়াঙ্কের বিয়েতে গোলাপী পাগড়ি পরে ট্রাডিশনাল ছাতার তলায় দারুণ নেচে তাক লাগিয়েছেন শ্রদ্ধা। তারপর প্রিয়ঙ্ক শর্মা এবং সাজা মুরানির ইউনিয়ন উদযাপন করতে মুম্বাই ফিরে এসেছেন।।এর মধ্যেই শ্রদ্ধা ও রোহনের যে ছবিগুলি সামনে এসেছে তাতে মনে হচ্ছে বিষয়টা আর শুধু প্রেম সম্পর্কে আটকে নেই। বলিউডের নামী সেলিব্রিটি ফটোগ্রাফার রোহন শ্রেষ্ঠার সঙ্গেই নাকী খুব শীঘ্রই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন শ্রদ্ধা কাপুর।

গত শনিবার রাতে রোহনের জন্মদিনের পার্টিতে একসঙ্গে লেন্সবন্দি হলেন এই চর্চিত পাওয়ার কপল। শ্রদ্ধার বিয়ের জল্পনা প্রথমে উস্কে দিয়েছিলেন নায়িকার বন্ধু বরুণ ধাওয়ান। রোহন যখন বরুণকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানায় তখন পাল্টা অভিনেতা বরুণ লিখেছিলেন- 'আমি আশা করছি তুমিও তৈরি রয়েছো বিয়ের জন্য'। রোহনের বাবা রাকেশ শ্রেষ্ঠা, আগেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শ্রদ্ধা এবং রোহনের যদি দুজন বিয়ে করতে রাজি থাকলে তিনি খুশি খুশি সব কিছু করবেন।

পুরুষদের তুলনায় নারীর স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশী.. আসল কারণটি জানুন

প্রতি দু সেকেন্ডে বিশ্বের কোনও না কোনও প্রান্তের একজন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন স্ট্রোকে। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীতে যত মানুষ মারা যান তাঁদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হল এই স্ট্রোক। যা মুহুর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয় একজন নারী অথবা পুরুষের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। তবে অনেকেই মনে করেন, মস্তিস্কের রক্তক্ষরণ বা পেশীর দুর্বলতা হঠাৎ কোনও অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এগুলি কেবলমাত্র পুরুষদের অসুখ।

কিন্তু গবেষণা বলছে অন্য কথা। বিশ্বে প্রতি ১০ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৬ জন মহিলা রোগী থাকেন। সারা পৃথিবীতে নারীদের মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হল এই স্ট্রোক।

সম্প্রতি কেরল ভিত্তিক একটি গবেষণায় বিশিষ্ট স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডঃ পি.এন শৈলজা জানিয়েছেন, আদতে পুরুষদের স্ট্রোক বেশি হয় বলা হলেও এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। বরং যেকোনও পুরুষ মানুষের তুলনায় মহিলাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বেশি থাকে। কারণ, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু একটু বেশি হয়। ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, বাতের ব্যাথা, হার্টের সমস্যা, নানারকম হরমোন জনিত সমস্যা নারীদের বেশি হয়। আর এই কারণেই সবথেকে বেশি স্ট্রোকে ভোগেন নারীরাই।

কেন পুরুষদের থেকে মহিলাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি?

কেরল ভিত্তিক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও আজও সমাজে অলিখিত ভাবে লিঙ্গ বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। ফলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হলেন মহিলা রোগী। আর এই নারীদের স্ট্রোকের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের ব্যাথা, হার্টের সমস্যা, অ্যাস্ট্রোজেন সংক্রান্ত সমস্যা, অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি এগুলি নারীদের স্ট্রোকের ঝুঁকিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে। কারণ, অনিয়মিত খাদ্যভাস, শরীরচর্চা এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা যেকোনও নারীকে পুরুষদের তুলনায় বেশি স্ট্রোকের মুখে ঠেলে দেয়।

এছাড়া আজও সমাজে নারীদের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা করা হয় বলে বাড়ির কোনও মহিলা অসুস্থ হয়ে গেলে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে না আসা স্ট্রোকের আরও একটি বড় কারণ। যারফলে সারা জীবনের মতো প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া, কোনও একটি অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া বা মুখ বেঁকে গিয়ো কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই সব রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে মহিলাদের সবার আগে নিজেকে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করা, সঠিক খাবার গ্রহণ এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ দূর করে নিজেকেই সুস্থ রাখার উপায় বার করতে হবে।

আর সেই কারণেই এবছর বিশ্ব নারী দিবসের থিম ছিল '। যেকোনও বিষয়ে সচেতন হতে এবং অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে নারীকেই সবার আগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রুপোলি পর্দার অভিনেতা না মঞ্চের অভিনেতা কে বেশি সফল, উত্তরে 'প্রতিদ্বন্দ্ব'

ভোটের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বি শব্দটা এখন সবথেকে হিট। আবার বিনোদন জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যখন এক ঝাঁক সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পায়। আবার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দুই অভিনেতার মধ্যেও চলতে পারে প্রতিদ্বন্দিতা যখন একজন হয় মঞ্চের দাপুটে অভিনেতা আর অন্যদিকে আরেকজন বড় পর্দার অভিনেতা। মঞ্চ বনাম রুপোলি পর্দার দুই অভিনেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প মুক্তি পেতে চলেছে খুব শীঘ্রই। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন সাফল্যের মাপকাঠি তা ঠিকই দিয়ে নির্ধারণ করা হয়, অর্থ খ্যাতি যশ প্রতিপত্তি সম্মান নাকি সুখী জীবন! এক ঝাঁক নতুন ট্যালেন্ট একসঙ্গে হয়ে পর্দায় আসতে চলেছে 'প্রতিদ্বন্দ্ব'। অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হলেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে এই ছবিটি বিভিন্ন মহলে।

প্রতিদ্বন্দীতাকে ঘিরেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি প্রতিদ্বন্দ্ব। দুই অভিনেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প বলবে এই ছবিটি। রুপোলি পর্দার অভিনেতা না মঞ্চের অভিনেতা কে বেশি সফল? নাকি সাফল্যের মাপকাঠির নিরিখে দেখাই শেষ নয় এরপরেও যা অবশিষ্ট থাকে তা হল অভিনয় সত্ত্বা? এই নিয়েই ছবির দুই চরিত্রের মধ্যে চলতে থাকে প্রতিদ্বন্দিতা।

এই দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দন ব্যানার্জি ও শুভম চ্যাটার্জি প্রমুখ। আর তা ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই ছবি প্রতিদ্বন্দ। জিরো বাজেট প্রোডাকশন প্রযোজিত, শঙ্খদীপ চক্রবর্তী পরিচালিত ও তারই চিত্রনাট্যের ওপর গড়ে ওঠা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি ইতিমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে ছবির গল্প লিখেছেন বিশ্বলাল ব্যানার্জি।

ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার যা এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসবে সামিল হওয়ার পর বিভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মে ও থিয়েট্রিকাল স্পেশাল স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ছবিটি দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে।

ইতিমধ্যেই এই ট্রেলারটি আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত ও চর্চিত হতে শুরু করেছে। ছবির ডিরেক্টর অব ফটোগ্রাফি করেছেন,সুমন ও প্রতীক।ছবির সম্পাদনা করেছেন প্রিয়াংশু এবং কৌশিক। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন প্রিয়াংশু এবং মোনালি। সহ-পরিচালক কৌশিক এবং রনি।

৭ দিনেই ঝরবে মেদ, ফলো করুন এই ডায়েট

মোটা হওয়াটা কোনো ভুল নয় যদি আপনি স্বাস্থ্যবান হন। কিন্তু ওবেসিটি একটি সমস্যা যা আজকাল বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেরই হচ্ছে। কখন কীভাবে এই রোগ বাসা বাঁধছে সেটা টের পাওয়াই কঠিন। কিন্তু আগে থেকে যদি নিজেরাই সাবধান হয়ে যান তাহলে সেই সমস্যা আসে না। তাই আগে থেকেই নিজেদের স্বাস্থ্য ও দেহ রক্ষায় মেনে চলুন সুষম ডায়েট।এখন ডায়েট মানেই লোকে ভাবেন তা রোগা করবে। হ্যাঁ, রোগা করবে কিন্তু সেই সঙ্গে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ রাখবে সেটা ভুললে চলবে না। ট্রাই করুন এই বিশেষ ডায়েট। মাত্র ৭ দিনেই ফল পাবেন হাতেনাতে। তবে শুধু ডায়েট করলেই ফল মিলবে না, করতে হবে শরীরচর্চা যাতে বাড়তি ঘাম ঝরতে পারে। ঘুম থেকে উঠে খান লেবুর রসের সঙ্গে গরম জল। ব্রেকফাস্টে ইডলি বা দোসা, ভেজ পরোটা, দই, ঘি দিয়ে পাউরুটি খেতে পারেন। একবাটি ফল বা ফলের স্যালাড, সেদ্ধ সব্জি খেতে হবে ব্রেকফাস্ট করার একটু পরে। লাঞ্চে ডাল, চাপাটি, ভেজিটেবল রায়তা রাখুন। সন্ধেবেলা লাউ দিয়ে ভেজিটেবল স্যুপ খান। এরপর ফল, দুধ দিয়ে সারুন ডিনার। এটা মানতে হবে ৭ দিন নিয়ম করে। লাভ হলে এরপরও টানা মেনে চলুন এই নিয়ম। গরমকালে ঘন ঘন দই বা শসা খাওয়া উচিত। এতে ওজন কমে আর গরমভাব কমে।

আরো পোস্ট- ডায়েটের তেল বাদ দিন- রাখুন খাঁটি সর্ষের তেল এই ডায়েট স্কিন ও চুল ভালো থাকবে। হরমোন নিঃসরণ ঠিক হবে। হজম শক্তি ভালো হবে ও দ্রুত হজম হবে খাবার। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য থাকলে সেটাও সেরে যায়। মেটাবলিজম হার বাড়ায়। ফলে শরীরে শক্তি আসে কাজ করার। শরীর থেকে টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। এই ডায়েট মানার সময় পর্যাপ্ত জল খাবেন। শরীরকে এই সময়ে আদ্র রাখতে জলের কোনো বিকল্প নেই। ঈষদুষ্ণ জল ভালো। যদি মাঝে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে, খাবেন। ডায়েট মানার সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা দরকার খুব।

পায়ে বাস্কেটবল খেলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

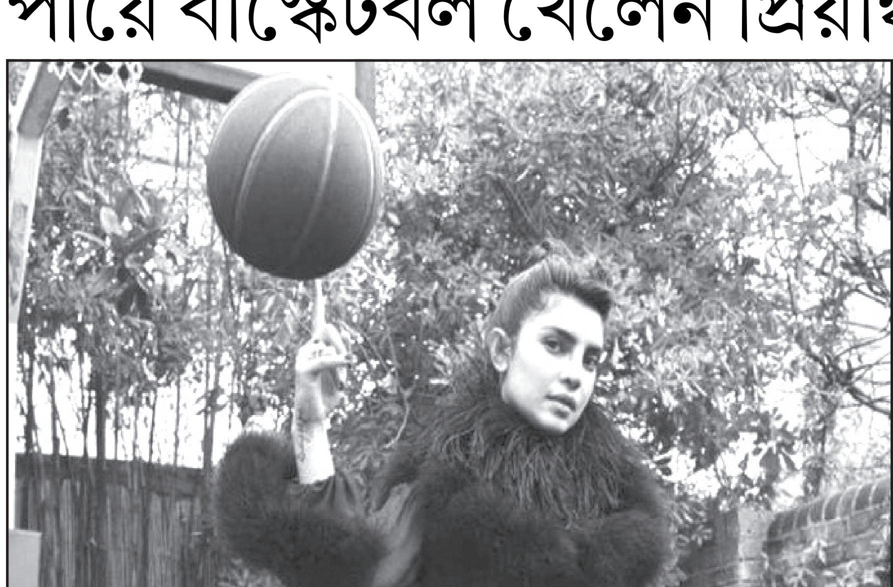

বলিউড থেকে হলিউড তারকা হয়ে ওঠা এবং সেখানে নিজের জায়গা জমি শক্ত করা খুব একটা সহজ নয়।তাও সেটা করে দেখিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস এর ছবি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে।

এবার নিউইয়র্ক সিটির বিলবোর্ডে প্রদর্শিত হলো,প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সদ্য মুক্তি পাওয়া বই, 'আনফিনড'। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্য উদযাপন করছে নিউইয়র্ক সিটি এই মাস জুড়ে।মঙ্গলবার অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, নিউ ইয়র্ক সিটির বিলবোর্ডে 'আনফিনড' যখন প্রদর্শিত হচ্ছে,সেই মুহূর্তের ছবি তুলে ধরলেন।

অন্যদিকে, তিনি তার নতুন রেস্তোঁরার ব্যবসা নিয়েও বেশ ব্যস্ত।কিন্তু এখন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এমন একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যার কারণে তাঁকে খুব ট্রোল করা হচ্ছে। বিশেষ কথা হ'ল ট্রোলগুলির মধ্যে হৃতিক রোশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কয়েক ঘন্টা আগে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (প্রিয়াঙ্কা চোপড়া) একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে, তাঁকে কালো রঙের বোল্ড পোষাকে হাই হিল স্যান্ডেল পড়ে দেখা গেলো। তার পোশাকটি দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছে তবে গণ্ডগোলটি হ'ল তিনি বাস্কেটবল কোর্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর হাতে একটি বল রয়েছে।

এই ছবি দিয়ে প্রিয়াঙ্কা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'খেলতে চান?' এই ছবিটি শেয়ার করেই ট্রোল এর শিকার হয়েছেন তিনি। আর এই ছবিতে কমেন্ট করেছেন হৃত্বিক রোশন সোনালি বেন্দ্রে উর্ভাশি রতেলা আয়ুষ্মান খুরানা সহ অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী। হৃতিক রোশন এখানে মন্তব্যে লিখেছেন, 'হা হা নাইস'।

তো কেউ লিখছেন, 'হিলের মধ্যে? সত্যি? ' কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তিনি অনুরূপ পোশাকটিতে গেম খেলেন?' জনগণকে জবাব দেওয়ার সময়, প্রিয়াঙ্কা মন্তব্যটিতে একটি মজার জবাবও পোস্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন যে 'হ্যাঁ আমি এটি হিল পরে করতে পারি।'

শরীরচর্চায় যোগা ম্যাটের গুরুত্ব জানেন

আজকাল দৌড়াদৌড়ির জীবনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস খুঁজি আমরা নানাভাবে। তবে যাই করুন মন আর শরীরকে ফিট রাখতেই হবে পরের দিনের দৌড়ঝাঁপের জন্যে। এর জন্যে সঠিকভাবে জীবনধারার পদ্ধতি বাছাটাও জরুরি। তাই মন ও দেহ প্রশান্ত রাখতে প্রতিদিনের রোজনামচায় রাখতে ভুলবেন না শরীরচর্চা। এই শরীরচর্চা নানাভাবে করা যেতেই পারে। তবে সবচেয়ে সহজ হলো যোগা। যে কোনো বয়সেই তা করা যায় বলে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। তবে আমরা সাধারণভাবে খুব কম লোকই যোগায় ম্যাট বা আসনের গুরুত্ব জানি বা বুঝি। যারা জানেন না তারা এই লেখাটি পড়ে অবশ্যই দৌড়াবেন দোকানে। আগেকার দিনেও মাটির উপর বসেই সরাসরি যোগা অভ্যেস করার চল ছিল প্রচলিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেককেই দেখা যেত বাঘছাল পেতে বসে তার উপর অভ্যেস করছেন আসন বা যোগা। ধীরে ধীরে নতুন মোড়কে এলো যোগা ম্যাট। মাটির সঙ্গে অনেক সময়ে পায়ের বা শরীরের কোনো অংশের ঘর্ষণে ব্যথা লাগতে পারে সরাসরি বসলে। আবার ঘাম মাটিতে পড়ে সেই জায়গাটিও পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে। তাই আজই কিনুন এই ম্যাট। দোকানে ছুটতে হবে না। রইলো লিংক। সেখানে গেলেই হরেক সম্ভার দেখতে পাবেন ম্যাটের। এবার জানা যাক কেন টাকা খরচ করে কিনবেন এই ম্যাট?

কমছে না ওজন! এই ফল ও সব্জি থাকুক দূরে

আজকাল বেশিরভাগ মানুষ ছোট থেকেই ভোগেন ওবেসিটিতে। এছাড়াও আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন পদ্ধতির ফলে আমরা ঝুঁকছি বেশি জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুডের দিকে। ক্লান্তি, সংসারের বোঝা, অফিসের টেনশন, অবসাদের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সেই সজীব, প্রাণবন্ত মানুষটি। ফলে তরতরিয়ে বাড়ছে ওজন। জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব সময়ে জিমে গিয়ে স্পেশাল ট্রেনিং নেওয়া বা যোগা করার মতো ক্ষমতা বা সুযোগ কিংবা সময় অনেকেরই থাকে না। কেউ কেউ আবার ভাবেন ভাতই দায়ী ওজন বৃদ্ধির জন্যে। তাই ভাত ছেড়ে সবজি খাওয়া শুরু করলেন তারা। কিন্তু শেষমেশ ফল শূন্য। তাহলে ভুলটা কীসে রয়েছে? আমরা জানি ওজন কমাতে আগে দরকার সঠিক ডায়েট। কোন খাবারগুলি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী সেটা দেখে নিন আগে। তারপর দেখুন আপনার ওজন, বয়স ও বিশেষ কোনো রোগ থাকলে সেই অনুযায়ী সেই খাবারগুলি কতটা করে

খাওয়া জরুরি। এমন কিছু ফল ও সব্জি রয়েছে যা ওজন না কমিয়ে বরং আপনার ক্ষতিই করছে। ১. সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে যারা দৈনিক ফল এবং স্টার্চবিহীন সবজি খেয়ে থাকেন, তাঁদের ওজন বাড়ার হার কম। কিন্তু স্টার্চযুক্ত কিছু সব্জি যেমন আলু, ভুট্টা ও মটরশুটি বেশি পরিমানে খেলে সেক্ষেত্রে ওজন বাড়ে। ওবেসিটি ও একাধিক মারণ রোগও হতে পারে। ব্রকোলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক, লেটুস, ক্যাপসিকাম এই সব্জিগুলির দিকেও ভুলেও তাকাবেন না যদি চান ওজন কমাতে। আলু, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি সেদ্ধ করে নিয়ে সেই জল ঝরিয়ে অল্প রেখে দিতে পারেন ডায়েটের সঙ্গে। ২. পাকা আম, পেঁপে, আনারস এবং কলা মিষ্টি হয় স্বাদের দিক থেকে।তাই এগুলোয় লুকিয়ে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ওজন বাড়াতে পারে। আবার অন্যদিকে কেউ এগুলোকে ব্রেকফাস্টের সময়ে যদি স্মুদি বা জুস করে খাওয়ার কথা ভাবেন, সেক্ষেত্রে চিনির মাত্রা আরও বেড়ে যায়, ফলে ওজন আরও বাড়ে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালির নেতৃত্বরা । ছবি ঃ নিজস্ব

সারদাকাণ্ডে মদন মিত্রকে নোটিশ ইডি-র

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : সারদাকাণ্ডে ২ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের মামলায় এবার মদন মিত্রকে নোটিশ দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ১৮ মার্চ সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে তলব করেছে ইডি। এবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আসনে কামারহাটি আসনে তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র।

২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল মন্ত্রী মদন মিত্র। ২২ মাস জেলে কাটানোর পর জামিন পান তিনি। আলিপুর আদালতে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান তিনি। স্থানীয় থানায় পাসপোর্ট জমা রাখা সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয় তার উপর। প্রথমে প্রভাবশালী তত্ত্বে বেশ কয়েকবার জামিন খারিজ হয়ে যায় তাঁর। পরে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হেরে বিধায়ক পদ হারান পরে ২০১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

সারদা কাণ্ডে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পরেও একাধিকবার ইডি এবং সিবিআই মদন মিত্রকে তলব করেছে। প্রত্যেকবারই হাজিরা দিয়েছেন তৃণমূল নেতা। এবার প্রার্থী হওয়ার পর ফের নির্বাচনের আগে ইডি তাঁকে তলব করায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেল। কারণ তৃণমূল বার বারই অভিযোগ করেছে যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ দিনই আরও এক তৃণমূল নেতা সমীর চক্রবর্তী সারদা কাণ্ডে ইডি দফতরে হাজিরা দেন। দিন কয়েক আগে আর এক তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও হাজিরা দিতে হয় ইডি দফতরে। সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করেন, চিটফান্ড সংস্থা সারদার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত টাকাই ফেরত দিতে চান কুণাল ঘোষ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নন্দীগ্রাম কান্ডে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা, দিল্লিতে কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামে কীভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বিপদ ঘটল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্নও। এবার বিষয়টি পৌঁছালো কলকাতা হাইকোর্টে।

শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল আদালতে। জনৈক সুরজিৎ সাহা নামে এক ব্যক্তি এই মামলা করেছেন। প্রধান বিচারপতি টিবি রাধাকৃষ্ণণের বেঞ্চে মামলাটি দায়ের হয়েছে। শীঘ্রই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। এমন অভিযোগ তুলে এদিনই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গেল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। দলীয় নেতৃত্ব নন্দীগ্রামের ঘটনায় 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ তোলে। মুখ্যমন্ত্রীর উপর 'হামলার চক্রান্ত' হয়েছে, এই অভিযোগে বৃহস্পতিবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। আর শুক্রবার সকালে তাঁরা সোজা চলে গেলেন দিল্লিতে, নির্বাচন কমিশনের দফতরে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ৬ তৃণমূল সাংসদ — ডেরেক ও'ব্রায়েন, সৌগত রায়, প্রতিমা মণ্ডল, শতাব্দী রায় ও শান্তনু সেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কর্মীদের নিয়েই প্রার্থীদের প্রচারে নামার নির্দেশ মহুয়ার

নদিয়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : নদিয়া জেলার প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে বুথকর্মী থেকে শুরু করে উচ্চ নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে

ভোটের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র। বুধবার সন্ধ্যায় ১৭ জন প্রার্থীকে নিয়ে

বৈঠকে বসে ভোটপ্রচারের কৌশল ও নির্বাচনী বিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মহুয়া। শুক্রবার বিকালে

শান্তিপুর পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন জেলা সভাপতি। এরপর

সভাশেষে পার্থী অজয় দেখে সঙ্গে নিয়ে দেওয়াল লিখনের কাজ হাত মেলান জেলা সভাপতি।

এদিন দুপুরে জেলা পার্টি অফিসে তৃণমূল প্রার্থী ছাড়াও শহর ও বিধানসভার ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বুথ ভিত্তিক কর্মীসভা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট বিধানসভা ভিত্তিক জনসভা করার ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষকে কাছে টানতে হবে, বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু কী হবে তা নিয়ে বিস্তারিত জানান জেলা সভাপতি। চার নতুন প্রার্থীর সঙ্গে পুরনো বিধায়কদের প্রাথমিক সাক্ষাৎ হয় বলে জানা গিয়েছে। তারপর ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন ও নির্বাচনী প্রচারে কি করা যাবে বা কি করা যাবে না সেই নিয়ম প্রত্যেক প্রার্থীর হাতে তুলে দেন জেলা সভাপতি।

একই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক প্রার্থী যেন নির্বাচন কমিশনের নিয়ম-নীতি পড়ে প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আগামীকাল ফের কৃষ্ণনগরে বৈঠক করবেন জেলা সভাপতি। শহরের প্রাক্তন কাউন্সিলার, সকল ওয়ার্ডের সভাপতি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

এক প্রবীণ তৃণমূল প্রার্থী বলেন, নতুন প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপের পাশাপাশি সভা, মিছিল ও প্রচারের ক্ষেত্রে

কী করতে হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করেন জেলা সভাপতি ।রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব জেলায় প্রচারে এলে দু''-তিনটি বিধানসভা ধরে সভা-সমাবেশ করা হবে। সে বিষয়ে আগেই প্রত্যেক প্রার্থীকে জানানো হবে বলে সভাপতি উল্লেখ করেছেন। ভোটের খরচ কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তিন-চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল নিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা আগে জেলা সভাপতির টিমকে জানাতে হবে। যাতে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট মাঠ এবং সমাবেশের বিষয়ে অনুমতি পাওয়া সহজ হয়। এদিকে, জেলা সভাপতির নির্দেশ পাওয়ামাত্রই প্রার্থীরা ব্লক, পঞ্চায়েতভিত্তিক কর্মিসভা শুরু করে দিয়েছেন। কালীগঞ্জ, তেহট্ট, নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ সহ একাধিক বিধানসভার প্রার্থীরা নিজেদের এলাকায় এদিন কর্মিসভা করেন। অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র নিজে এলাকা ধরে ধরে বৈঠক করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার শান্তিপুর বিধানসভার বাবলা, বেলঘড়িয়া-১, বেলঘড়িয়া-২, হরিপুর, বাগানচারা ও গয়েশপুর নিয়ে মোট ছ''টি অঞ্চলের

বুথ কর্মীদের নিয়ে গাছ তলায় বৈঠক করেন। যেখানে ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। শান্তিপুরে এদিন শহরের কর্মীদের উপস্থিতি দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়েন মহুয়া। তিনি বলেন, শান্তিপুরের কর্মীদের দেখে আমি আনন্দিত। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দ্রুত শহরের সমস্ত দেওয়াল লিখনের কাজ শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে শান্তিপুর পুরসভায় প্রায় ১২ হাজার ভোটে পদ্ম শিবিরের কাছে পিছিয়ে পড়ে, জোড়াফুল শিবির। কী ভাবে সেই ব্যবধান ছাপিয়ে জয় পাওয়া যায় এদিন সেই কৌশলই শিখিয়েছেন জেলা সভাপতি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

বিজেপিতে গৌরীশঙ্কর, গোষ্ঠীকোন্দলের আশঙ্কা

নদিয়া ,১২ মার্চ (হি.স.) : নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর দত্ত বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় নতুন করে গোষ্ঠীকোন্দলের আশঙ্কা করছেন গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীদের একাংশ। তাঁরা বলছেন, পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে ওদের নেতৃত্বে সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল। আমরা ওদের বিরুদ্ধেই প্রচার করেছি। এখন সাধারণ মানুষকে কী জবাব দেব? রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওঁকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ আমাদের বিষয়টি জানায়নি। দলবদলু নেতাদের যাতে প্রার্থী না করা হয় সেজন্য আমরা দলের কাছে আবেদন জানিয়েছি।২০১৬ সালে তেহট্টের বিধায়ক হন গৌরীশঙ্কর বাবু। এবার তৃণমূল তাঁকে টিকিট না দেওয়ায় বুধবার তিনি কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান।এমনিতেই এই বিধানসভায় গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত বিজেপি। এরপর গৌরীবাবু দলে আশায় সেই কোন্দল আরও বাড়বে বলে দলের কর্মীদের আশঙ্কা।

এক বিজেপি কর্মী বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বিধানসভায় তৃণমূল রিগিং ও সন্ত্রাস করেছিল। যার নেতৃত্বে ছিল বিধায়কের লোকজন। তখন থেকে আমরা ওঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলাম। এখন সেই বিধায়ক আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। এনিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা কী জবাব দেব? তিনি আরও বলেন,বিধায়ক থাকাকালীন তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল ছিল।এবার আমাদের দলেও গোষ্ঠীকোন্দল আরও বাড়বে।এমনিতেই দলে গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে। আর এক বিজেপি কর্মী বলেন, গৌরীবাবু আমাদের দলে যোগ দেওয়ায় দল এখানে অনেক শক্তিশালী হল। কারণ বিধায়ক থাকাকালীন উনি তেহট্টের জন্য যা উন্নয়ন করেছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। উনি দলে যোগ দেওয়ায় আমাদের জয় নিশ্চিত।উনি আমাদের দলে আশায় কোনও গোষ্ঠীকোন্দল হবে না।কারণ উনি অভিভাবকের মতো গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে দেবেন। এব্যাপারে বিজেপির নদিয়ার উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অর্জুন বিশ্বাস বলেন, বিষয়টা সম্পূর্ণ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিষয়। এটা স্থানীয় বিষয় নয়। ওঁদের কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করবে। ওঁরা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না সেই শর্তসাপেক্ষে দলে এসেছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপারে তিনি বলেন, মাথা থাকলে তো ব্যথা করবে। এই বিষয়টিও তাই।তবে এনিয়ে চিন্তার কিছু নেই। উনি সিনিয়র নেতা, দলের স্বার্থে সবকিছু মানিয়ে নেবেন।

এব্যাপারে গৌরীশঙ্কর বাবু বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর দলের সুখ-দুঃখে ছিলাম। এবার প্রার্থী করল না তাতে কিছু যায় আসে না। সৌজন্যে দেখিয়ে ফোন করে বলতে পারত দল। সম্মানের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। এখানে আমি প্রার্থী হওয়ার জন্য আসিনি। দল যেরকম বলবে সেই ভাবেই আমি কাজ করব।গোষ্ঠীকোন্দলের কোনও বিষয় নেই। তৃণমূল নেতা তথা তেহট্টের শাসক দলের প্রার্থী তাপস কুমার সাহা বলেন, উনি দলবদল করায় আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এবার আমরা নিশ্চিন্তে জিততে পারব। ওদের দলে কি হবে সেটা ওদের ব্যাপার। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোয়েল

"দেশে সবচেয়ে বেশি ভিখিরি পশ্চিমবঙ্গেই", টুইটে তোপ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : "বাংলার অর্থনীতিকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলা বামপন্থী এবং পিসিকে ধন্যবাদ যাঁদের জন্য দেশের মধ্যে সর্বাধিক ভিক্ষুকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের।" শুক্রবার টুইটে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। তিনি লিখেছেন, "দুর্নীতি, হিংসা এবং দূরদর্শিতার অভাব সর্বত্র! পিসির উন্নয়নের দাবি অর্থহীন।"যদিও কেন্দ্র গত এক দশকের অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে ভিক্ষুকের সংখ্যা ঘোষণা করেনি। দেশের ভিক্ষুকদের এই জীবিকা থেকে সরিয়ে এনে কোনও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না, এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল রাজ্যসভায়। অতি সম্প্রতি ওই প্রশ্নের উত্তরে সংসদে কেন্দ্রীয় সরকার যে লিখিত তথ্য ও বিবৃতি পেশ করেছে, সেখানে জানা যাচ্ছে, ভিক্ষুকের সংখ্যায় দেশের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার রেকর্ড করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসভায় জানিয়েছে, ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী গোটা দেশে ছিল ৪ লক্ষেরও বেশি ভিক্ষুক। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ভিক্ষুক ছিল পশ্চিমবঙ্গে। সংখ্যা ৮১ হাজার ২৪৪ জন। পশ্চিমবঙ্গের পরেই ভিক্ষুকের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ। ৬৫ হাজার ৮৩৫ জন। তৃতীয় স্থানে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ। সংখ্যা ৩০ হাজার ২১৮ জন। ২৯ হাজার ৭২৩ জন নিয়ে বিহারের স্থান ছিল চতুর্থ। ২০১১ সালেই হয়েছে শেষ বার জনগণনা। এবার আবার ২০২১ সালে জনগণনা শুরু হবে। সুতরাং ১০ বছরে ভিক্ষাবৃত্তির সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কতটা পরিবর্তন হল, সেটা জানা যাবে সেন্সাসের রিপোর্ট প্রকাশ হলে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থিতিশীল রয়েছেন চিকিৎসায় সন্তোষজনক সাড়া দিচ্ছেন

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি.স.): চিকিৎসায় সন্তোষজনক সাড়া দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে। শুক্রবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময়, বুধবার সন্ধ্যায় আহত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাত থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে মমতার। শুক্রবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ভালো ঘুম হয়েছে মমতার। তিনি চিকিৎসায় ভালোভাবেই সারা দিচ্ছেন।' একজন চিকিৎসকের কথায়, আঘাতের কতটা নিরাময় হয়েছে তা দেখার জন্য প্লাস্টার খোলা হতে পারে। আরও কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বা পায়ের গোড়ালিতে ফোলাভাব কমে গিয়েছে এবং ঘাড়ে, কাঁধে ও কোমরে কম ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। চিকিৎসক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেমন আঘাত পেয়েছেন, সেই ধরনের রোগীদের আমরা সাধারণত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলি। মুখ্যমন্ত্রীকে কবে ছুটি দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

ঝাড়গ্রামে ভোটের উত্তাপের মাঝেই প্রায় রোজ তান্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালেরা

ঝাড়গ্রাম, ১২ মার্চ (হি. স.) : প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচন হবে জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম জেলায়। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দল জোরকদমে তাদের ভোট প্রচার চালাচ্ছেন। এই ভোটের উত্তাপের মাঝেই প্রায় রোজ দিন তান্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালেরা। হাতির তান্ডবের ফলে ব্যপক অতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। বাসিন্দাদের দাবি বনদফতর ও নির্বাচন কমিশন হাতি তাড়ানোর জন্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রাম ব্লকের বেশ কিছু বুথ জঙ্গল লাগুয়া এলাকার মধ্যে রয়েছে। যার ফলে শালবনী, লবকুশ, ঘৃতখাম, বরিয়া, শিরশি সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষজনেরা হাতির আতঙ্কে ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে ঝাড়গ্রাম ব্লকের সাপধরা, নেদাবহড়া, শিরশি, আগুইবনী, জারুলিয়া, শালবনী এলাকায় দলমার দল রয়েছে। যার ফলে রোজ দিন সন্ধ্যার পর থেকেই ধান জমি সহ সবজি বাড়ি এমনকি গ্রামে ঢুকেও তান্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। হাতির তান্ডবে ব্যাপক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। পাশাপাশি ঘরবাড়িও ভাঙ্গচুর করছে দলমার দলেরা দাঁতালেরা। যার ফলে ব্যাকপ আতঙ্কে রয়েছে গ্রামের মানুষজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন জঙ্গল লাগোয়া বুথগুলোতে বনদপ্তর হাতি আটকানোর জন্য যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে গ্রামবাসীরা প্রবল সমস্যার মুখে পড়বে। অনেকে হয়তো ভোট দিতেই যাবেন না হাতির আতঙ্কে। তাই আমরা চাই নির্বাচন কমিশন ও বনদপ্তর যাতে গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়'।

এবিষয়ে বনদফতর জানিয়েছে হাতিগুলিকে তাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ভোটের আগেই চেষ্টা করা হবে হাতি গুলিকে তাড়ানোর। উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতির জন্য ঝাড়গ্রাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ সংখ্যা বেড়েছে। এবার ঝাড়গ্রাম জেলার মোট বুথের সংখ্যা ১৩০৭। যার মধ্যে দুটি অস্থায়ী বুথ রয়েছে। স্পর্শকাতর বুথের সংখ্য ৪৩ টি। জেলার মোট ভোটার রয়েছে ৯১১৬৫৪ জন। মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে ৫৫ টি। হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

আদালতে ধাক্কা পুরুলিয়ার জয়পুর আসনের তৃণমূল প্রার্থীর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : আদালতে বড়সড় ধাক্কা খেলেন পুরুলিয়ার জয়পুর আসনের তৃণমূল প্রার্থী। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ হল সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ। ভোটে অংশ নিতে পারবেন না জয়পুরের তৃণমূল প্রার্থী।

''অঘটন'' ঘটলেও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে সেই অঘটন কাটিয়ে উঠেছিল তৃণমূল। কিন্তু সেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে আবার চাপে পড়ে গেল রাজ্যের শাসক দল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর আর ২৯৪ নয়, পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, আগামী বিধানসভা ভোটে ২৯৩ আসনে লড়তে হত শাসক দল তৃণমূলকে। কারণ প্রথম দফা ভোটের একটি আসনের তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ত্রুটিপূর্ণ মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার জয়পুরের শাসক দলের প্রার্থী উজ্জ্বল কুমার। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন চলে যাওয়ার ওই আসনে আর অন্য কোনও প্রার্থীও দাঁড় করানোর সম্ভাবনাও ছিল না তৃণমূলের পক্ষে।

এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় শাসক দল। সেই ত্রুটি নিয়েই তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। কিন্তু হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যায় নির্বাচন কমিশন। আর সেই আপিলের প্রেক্ষিতেই এবার তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখল হাইকোর্ট। অর্থাৎ উজ্জ্বল কুমার আর লড়তে পারবেন না ভোটে। একইসঙ্গে ওই জয়পুর ও বাঘমুণ্ডির নির্দল প্রার্থীও ভোটে লড়তে পারবেন না বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।প্রসঙ্গত পুরুলিয়ার জয়পুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে উজ্জ্বল কুমারকে বেছে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এরপরই জয়পুর বিধানসভা তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ জেলা নেতৃত্বের তরফে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সেই মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, "ওই প্রার্থীর মনোনয়নে যে ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা খুবই সামান্য। এই কারণে মনোনয়ন বাতিল করা উচিৎ হবে না।" তাই উজ্জ্বল কুমারের আগের মনোনয়ন পত্রকেই গ্রহণ করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় আদালত। সেক্ষেত্রে নতুন করে তাঁকে আর মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু সেই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায় নির্বাচন কমিশন। আর তাতে কার্যত তৃণমূলের হার হল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে তৃণমূল : শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ১২ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসকে ''প্রাইভেট কোম্পানি''-র সঙ্গে তুলনা করলেন নন্দীগ্রাম আসনের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, তৃণমূল একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র পিসি ও ভাইপোই স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন, তাঁরাই সব। নন্দীগ্রাম আসনের জন্য হলদিয়ায় মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার আগে হলদিয়ায় জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং স্মৃতি ইরানি। জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। পরিবর্তনের জন্য, তৃণমূলকে সরাতে হবে আমাদের। তৃণমূল একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র পিসি ও ভাইপোই স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'নন্দীগ্রাম শুধুমাত্র একটি বিধানসভা কেন্দ্র নয়, এর সঙ্গে বাংলা ১১ বছরের পরিবর্তনও যুক্ত রয়েছে।' বিজেপি-তে কেন এসেছেন শুক্রবার সেই প্রসঙ্গও ফের তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই দলের নেত্রী ও তাঁর ভাইপোই সব। বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট। এর থেকে রাজ্যকে উদ্ধারের কাজে নেমেছি।" শুভেন্দুর অভিযোগ, কৃষকদের অবস্থাও ভয়াবহ। পিএম কিষাণ নিধি দিয়েছে কেন্দ্র। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর নাম লেখা রয়েছে সে জন্য এই সরকার তা চালু করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায় আয়ুষ্মান ভারতের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।

শুক্রবার সকালেই নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু। সেখানে পুজো দেওয়ার পর জানকিনাথ মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। করেন যজ্ঞও। কথা বলেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। শুভেন্দু সকালেই জানান, 'এখানকার মানুষের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক। প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষ এবার তাঁকে হারাবেই। আমি নন্দীগ্রামের একজন ভোটার।' এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'জনগনের আশীর্বাদ আমি পাব এমনটাই বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য জনগণ বিজেপিকে সমর্থন করবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিযোগিতার কোনও প্রশ্নই আসে না, ২০১৯ সালে ১৮টি সংসদীয় আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এবার বিশাল ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী সরকার গঠন করবে বিজেপি।'

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'হামলা'র বিষয়টি ঘিরে তেতে রয়েছে গোটা নন্দীগ্রাম। এই আবহেই শুক্রবার নন্দীগ্রাম আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন শুক্রবার। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনের দু''জন হেভিওয়েট প্রার্থী হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম আসন থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এবার শুভেন্দু জমা দিলেন মনোনয়ন।

ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে এসে জোড়া কৃষক মহাপঞ্চায়েত রাকেশ টিকায়েতের

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গে এসে জোড়া কৃষক মহাপঞ্চায়েত থেকে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার আবেদন জানালেন পঞ্জাবের কৃষক নেতা রাকেশ টিকায়েত। শনিবার কলকাতা ও নন্দীগ্রামে সভা করেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার প্রতিনিধিরা। সেখানে নো ভোট ফর বিজেপি স্লোগান তোলান কৃষক নেতারা। রাকেশ টিকায়েতের পশ্চিমবঙ্গ সফরকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ছিলেন যোগেন্দ্র যাদব, মেধা পাটেকরের মতো বিশিষ্ট সমাজকর্মীরা।

এদিন কলকাতার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আয়োজিত হয় প্রথম কৃষক মহাপঞ্চায়েতটি। সেখানে রাকেশ টিকায়েত বিজেপির বিরোধিতা করে ঝাঁঝাল ভাষণ দেন। বলেন, আর যাকেই ভোট দিন বিজেপিকে দেবেন না। বিজেপি কৃষকবিরোধী প্রাইভেট কোম্পানি চালিত দল। তাঁর সাফ কথা, বিজেপি বাংলায় হারলে কৃষকদের দাবি মানতে বাধ্য হবে। কৃষক আন্দোলনের স্বার্থে বাংলার জনগণকে বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার বার্তা দিলেন কৃষক নেতারা।

কলকাতার মহাপঞ্চায়েত সেরে বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে পৌঁছে যান নেতারা। সেখানে ছিলেন রাকেশ টিকায়েতও। সেখানেও বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার প্রচার করেন। দিল্লির কৃষক নেতারা ছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন মেধা পাটেকর, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যাঁকে নিয়মিত দেখা গিয়েছিল। স্বরাজ ইন্ডিয়া এবং সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার নেতা যোগেন্দ্র যাদব-সহ ভারতীয় কিষাণ ইউনিয়নের শীর্ষ নেতারাও ছিলেন মহাপঞ্চায়েতে।

তবে ভোটের সঙ্গে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ সফরের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করেন টিকায়েত। তিনি বলেন, দিল্লির অনশন স্থল থেকেই সারা দেশে কৃষক মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এদিনের কর্মসূচি তার অংশমাত্র।

দুর্গাপুরে কয়লাকান্ডে ব্যাবসায়ীকে নোটিশ সিআইডির

দুর্গাপুর, ১৩ মার্চ (হি.স.) : কয়লাকান্ডে দুর্গাপুরে এক ব্যাবসায়ীকে হাজিরার নোটিশ দিল সিআইডি। অভিযুক্ত ব্যাবসায়ী জয়দেব খাঁ। শনিবার দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার সপ্তর্ষি পার্কে বহুতল আবাসনের তার ফ্ল্যাটে নোটিশ দিয়ে আসে সিআইডি।

প্রসঙ্গত, কয়লাকান্ডে সিবিআইর পাশাপাশি রাজ্য গয়েন্দা বিভাগ সিআইডি তদন্ত শুরু করেছে। গতমাস থেকে আসানসোল-দুর্গাপুরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান শুরু করেছে। ইসিএলের বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলছে। কয়লাকান্ডের কিংপিন অনুপ মাজি ওরফে লালাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সিবিআই। শুক্রবার লালা ঘনিষ্ঠ রনধীর সিংকে অন্ডালের কাজোড়া থেকে গ্রেফতার করে সিআইডি। শনিবার তাকে আদালতে নিজ হেপাজতে নেয়। আবার এদিনই দুর্গাপুর বিধাননগর সপ্তর্ষি পার্কে জয়দেব খাঁ নামে এক ব্যাবসায়ীর ফ্ল্যাটে হানা দেয় সিআইডি। কিন্তু ওইসময় জয়দেব খাঁ ছিলেন না। তিনি না থাকায় ওই বহুতলের ফ্ল্যাটে নোটিশ দিয়ে আসে। জানা গেছে, ২০২০ সালের একটি মামলায় জয়দেব খাঁ য়ের নামে অভিযোগ রয়েছে। ওই মামলায় তাকে জেরা করতে চায় সিআইডি। নোটিশে আগামী ১৫ মার্চ বেলা ১১ টায় হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম** : ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি** : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক** : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা** : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল** : ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স** : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা** : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব** : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব** : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব** : ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ** : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি** : ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি** : ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ** : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয়** : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন**: ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন** : ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি** : ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম**: ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস** : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব** : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা** : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি** : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব** : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ** : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব** : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট** : ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন** : ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স** : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন** : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি** : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী)** : ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব** : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন** : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন** : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট** : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন** : ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার** : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা** : ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা** : ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা** : ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা** : ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল** : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর** : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী** : ২৩২-০৭৩০, **জিবি** : ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী** : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম** : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া** : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর** : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো** : ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট** : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন** : ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং** : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন** : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কয়লা পাচারকাণ্ডে অন্ডালে গ্রেফতার লালা ঘনিষ্ঠ রনধীর সিং

দুর্গাপুর, ১৩ মার্চ (হি.স.) : কয়লা পাচারকাণ্ডে অনুপ মাঝি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল সিআইডি। ধৃতের নাম রণধীর সিং। শুক্রবার রাত্রে অন্ডালের নিউ কাজোড়ার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে সিআইডি-র গোয়েন্দারা। শনিবার তাকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে ১০ দিনের সিআইডি হেফাজতের নির্দেশ দেন।

প্রসঙ্গত, কয়লা-কাণ্ডে সিবিআই-এর পাশাপাশি তদন্ত শুরু করছে সিআইডি ও ইডি।আসানসোলের বেশ কিছু বেআইনি কয়লা খাদানে সিআইডির আধিকারিকেরা অভিযান চালায়। পাশাপাশি যোগাযোগ করেন ইসিএলের আধিকারিকদের সঙ্গে ও স্থানীয়দের সঙ্গেও। জানা গিয়েছে তদন্তে বেশ কয়েকজনের কথা জানতে পারে গোয়েন্দারা। গতমাসে সিআইডির ডিআইজি অজয় ঠাকুরের নেতৃত্বে সিআইডির একটি টিম দুর্গাপুর, আসানসোলের বেশ কিছু জায়গায় হানা দেয়। স্থানীয়দের সঙ্গে, ইসিএল আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ করেন। শুক্রবার রাতে অন্ডালের নিউ কাজোড়া থেকে ব্যবসায়ী রণধীর সিং কে গ্রেফতার করে সিআইডি। কয়লা পাচারকাণ্ডে সিআইডির এটাই সম্ভবত প্রথম গ্রেফতার। সূত্রে খবর, কয়লা পাচার 'সিন্ডিকেট'-এর অন্যতম মাথা ছিলেন লালা সহযোগী এই ব্যবসায়ী। লালার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ থাকায়, ব্যবসায়ী রণধীরকেই জিজ্ঞাসাবাদ করে আপাতত লালার নাগাল পেতে চাইছে সিআইডি। রণধীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই লালার হদিশ মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত সিবিআই-এর একাধিক তলব সত্ত্বেও হাজিরা দেননি কয়লা পাচারকাণ্ডে মূল অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা। এখনও পর্যন্ত তার কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে শনিবার ধৃত রনধীর" কে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন খারিজ করে ১০ দিনের সিআইডি হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

বজেপির দেওয়াল দখল করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ১৩ মার্চ (হি.স.) : বিজেপির দখলে রাখা দেওয়াল দখল করার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কাঁকসার সিং পাড়া এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে কাঁকসা বিডিও র কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

ঘটনার অভিযোগে জানা গেছে, কাঁকসার ৬১ নং বুথে স্থানীয় এক বাসিন্দার বাড়ীর দেওয়াল আগাম লিখিত অনুমতি নিয়ে রেখেছিল বিজেপি। সেই মতো দেওয়ালে বুকিং লিখে রাখে। অভিযোগ, শনিবার সকালে সেটি তৃণমূল চুন দিয়ে নিজেদের দখল লিখে দেয়। বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান,' দেওয়ালের আগাম অনুমতি নেওয়া আছে। সেই মতো বুকিং লিখে দিয়েছিলাম। তারপরও তৃণমূল দখল করে নেয়। তৃণমূলের পায়ের নীচে মাটি সরে গেছে। মানুষ তৃণমূল থেকে বিমুখ। নির্বাচনের আগে এলাকায় অশান্তি ছড়াতে এধরনের কার্যকলাপ করছে। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের কাঁকসা ব্লক সভাপতি দেবদাস বক্সী। তিনি জানান,' মিথ্যা অভিযোগ। তৃণমূল কখনই অন্যের দেওয়াল দখল করতে যাবে না।দেওয়ালটি তৃণমূলের অনুমতি নেওয়া। বিজেপি দখল নিয়েছিল।'

ভোটের প্রচারে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলের তারকা প্রার্থী লাভলি মৈত্র

সোনারপুর, ১৩ মার্চ (হি.স.) : ভোটের প্রচারে দলীয় কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের তারকা প্রার্থী তথা অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র। শনিবার ভোট প্রচারের মাঝেই লাভলিকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদায়ী বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। তাঁদের অভিযোগ, প্রথমত স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, নির্বাচন কমিটিতে জীবন মুখোপাধ্যায়কে কেন জায়গা দেওয়া হয়নি? সোনারপুর কেন্দ্রে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্বাভাবিকবশতই অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্যের শাসক দলে।

'জলনুপূর' ধারাবাহিক খ্যাত লাভলির পদপ্রার্থী হওয়া নিয়ে অসন্তোষ তৃণমূলের অন্দরেই। ভোট প্রচারের মাঝেই লাভলিকে ঘিরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বিদায়ী বিধায়ক জীবন মুখোপাধ্যায়ের অনুগামীরা। জীবনবাবুর অনুগামীদের অভিযোগ, প্রথমত স্থানীয় কাউকে প্রার্থী করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, দলের নির্বাচনী কমিটিতে ঠাঁই পাননি বিদায়ী বিধায়ক। এলাকায় দলের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করেছেন সোনারপুর শহর তৃণমূল সভাপতি রঞ্জিত রায় ও তাঁর অনুগামীরা। প্রথমবার নির্বাচনের ময়দানে নেমে এমন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে প্রথমটায় কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও পরে সামলে নেন লাভলিদেবী। বলেন, দলের নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধান করবেন তিনি।

সোনারপুর দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে এবার অভিনেত্রী লাভলি মৈত্রকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। এলাকার কাউকে প্রার্থী না করায় প্রথম থেকে দলের অন্দরে কিছুটা ক্ষোভ ছিলই। তার ওপরে বিদায়ী বিধায়ককে নির্বাচনী কমিটিতে জায়গা না দেওয়ায় বিক্ষোভ এদিন প্রকাশ্যে আসে। সোনারপুর কেন্দ্রে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনায় স্বাভাবিকবশতই অস্বস্তি বেড়েছে রাজ্যের শাসক দলে। দলীয় বৈঠকে আলোচ্য বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি সোনারপুর শহর তৃণমূল সভাপতি রঞ্জিত রায়। মুখ খোলেননি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তীও।

মাথাভাঙ্গায় গাঁজা সহ ধৃত দুই পাচারকারী

মাথাভাঙ্গা, ১৩ মার্চ (হি. স.) : কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায় গাঁজা সহ ধৃত দুই পাচারকারী। শনিবার প্রচুর পরিমাণ গাঁজা নিয়ে কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদের বহরমপুর যাওয়ার পথে মাথাভাঙ্গা পুলিশের হাতে ৪৫ কেজি গাঁজা সহ দুই পাচারকারী ধরা পড়ে। ধৃতদের নাম মহম্মদ মিলন শেখ (২২) ও মহম্মদ জামাত শেখ (২৩)। মিলনের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি থানা এলাকায় এবং জামাত নদীয়া জেলার মুরুটিয়া থানা এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকারের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল শনিবার দুপুরে ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে ওঁৎ পেতে থাকে। সেই সময় একটি বিলাসবহুল গাড়িকে আটকানোর চেষ্টা করে পুলিশ। তবে দ্রুত গতিতে সেখান থেকে গাড়িটি পালানোর চেষ্টা করে। গাড়িটির পিছু নেয় পুলিশ। অবশেষে মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বেঙ্গলদই সেতু এলাকায় গাড়িটিকে আটকে শুরু হয় তল্লাশি। গাড়িটির পিছনের সিটের নিচে এবং ক্যাবিনেটে ৩৮টি প্যাকেটে ৪৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। গ্রেফতার করা হয় গাড়িতে থাকা দুই পাচারকারীকে।

বিরাট সাফল্য কাশ্মীর পুলিশেরশোপিয়ানে ধৃত ৭ জন জঙ্গি মদতদাতা

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় পুলিশের জালে ধরা পড়ল ৭ জন জঙ্গি মদতদাতা। কিছুদিন আগে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার দাচিপোরা, মেমেন্দার এবং ভেহিল গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৭ জন জঙ্গি মদতদাতাকে। ধৃত জঙ্গিরা হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। ধৃত জঙ্গি মদতদাতাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দু"টি হ্যান্ড গ্রেনেড এবং অন্যান্য বেআইনি সামগ্রী।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ৭ জন জঙ্গি মদতদাতা নাম হল-সামিউল্লাহ চোপান, হিলাল আহমেদ ওয়ানি, রামিজ আহমেদ ওয়ানি, রৌফ আহমেদ ওয়ানি, জাহিদ আহমেদ ওয়ানি। ফাইজান আহমেদ খান এবং শাহিদ আহমেদ রাঠের। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অজগর সাপের কামড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৩ মার্চ।। আজগর সাপের কামড়ে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ব্যক্তি।শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে বিশালগড় মহাকুমার অন্তর্গত কলকলিয়া গ্রামে।এই ঘটনা জানাজানি হতেই গ্রামের মানুষ জরো হয়। শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করে অজগর সাপের পেছনে ছুটাছুটি শুরু করে দেয়। কলকলিয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় প্রায় বেশ কিছু লোক জন মিলে জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজ করছিলো। ঠিক এমন সময় দুজন মহিলা একটি সাপ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা অন্যদের জানান আর তখন সবাই মিলে সাপ টিকে ধরার চেষ্টা করে। আর ঐ সময় এই অজগর সাপের কামড়ে গুরুতর ভাবে আহত হন এক ব্যক্তি।সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় কিন্তু রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে সঙ্গে সঙ্গে আইজিএম হাসপাতালে রেফার করা হয়।বর্তমানে আহত ব্যক্তির আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো জানান শনিবার এখানে সর্বমোট ৩টি অজগর সাপ দেখা গেছে,যার দরুন গোটা এলাকা জুড়ে এক চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।তখন সঙ্গে সঙ্গে বনদপ্তরের কর্মীদের খবর দেয়া হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

বন দপ্তরে কর্মীরা সেই ঘটনাকে কোন ঘটনাই মনে করেন নি যার দরুন ঘটনাস্থলে দেখা মেলেনি বনদপ্তরের কর্মীদের।

দিল্লি-দেহরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন, সুরক্ষিত সমস্ত যাত্রীরা

দেহরাদুন, ১৩ মার্চ (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের কাঁসরোর কাছে দিল্লি-দেহরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেসে ভয়াবহ আগুন। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে দিল্লি-দেহরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেসের সি৪ কামরা। সৌভাগ্যবশত এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। সুরক্ষিত আছেন সমস্ত যাত্রীরা।

উত্তরাখণ্ডের ডিজিপি অশোক কুমার জানিয়েছেন, শনিবার কাঁসরোর কাছে দিল্লি থেকে দেহরাদুনগামী শতাব্দী এক্সপ্রেসের সি৫ কামরায় ভয়াবহ আগুন। নিরাপদে কামরার বাইরে বের করে নিয়ে আসা হয় সমস্ত যাত্রীদের। খবর দেওয়া হল দমকলকে, দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিভিয়ে ফেলে। কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

করোনা-টিকা একেবারে বেদনাহীন : রতন টাটা

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের টিকা নিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি রতন টাটা। শনিবার করোনা-ভ্যাকসিনের প্রথম দফার ডোজ নিয়েছেন রতন টাটা। টিকা নেওয়ার পর টুইট করে রতন টাটা জানিয়েছেন, 'করোনা-টিকা ভীষণ সরল ও একেবারে বেদনাহীন।' পাশাপাশি রতন টাটা জানিয়েছেন, আমার বিশ্বাস শীঘ্রই সকলকে টিকা দেওয়া হবে এবং সুরক্ষিত করা হবে। তবে, রতন টাটা কোথায় করোনা-টিকা নিয়েছেন তা জানা যায়নি।

শনিবার টুইট করে বিশিষ্ট শিল্পটি রতন টাটা জানিয়েছেন, 'করোনা-টিকার প্রথম দফার ডোজ নিয়েছি, অনেক ধন্যবাদ। ভীষণ সরল ও একেবারে বেদনাহীন। আমার বিশ্বাস শীঘ্রই সকলকে টিকা দেওয়া হবে এবং সুরক্ষিত করা হবে।' ভারতে এখন দ্বিতীয় দফার টিকাকরণ কর্মসূচি চলছে। এই দফায় ৬০ বছরের প্রবীণ নাগরিকদের টিকা দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি 'কো-মর্বিডিটি' থাকলে ৪৫ বছরের বেশি বয়সিরাও টিকা পাচ্ছেন।

সংক্রণ ছড়াতে শুরু করেছে করোনার নয়া স্ট্রেন, লকডাউনের পথে ইতালি

রোম, ১৩ মার্চ (হি. স.) : ইতালিতে সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে করোনার নয়া স্ট্রেন। এই পরিস্থিতি আবারও লকডাউনের পথে হাঁটতে চলেছে ইতালির সরকার।

ইতালি জুড়ে শুরু হতে চলেছে লকডাউন। আগামী সোমবার থেকে রাজধানী রোম থেকে বাণিজ্যিক রাজধানী মিলানের মতো বহু শহরেই কড়া হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা। শিগগিরি দেশজুড়েই লকডাউন শুরু হয়ে যাবে। ইস্টারের সময় গোটা দেশই ফের ঘরবন্দি থাকবে বলে জানা গিয়েছে। দৈনিক সংক্রমণ ২৫ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে গত কয়েকদিন ধরেই। ফলে মানুষের মনে ফের ফিরতে শুরু করেছে আতঙ্ক। এদিকে জার্মানিতে শুরু হয়েছে সংক্রমণের তৃতীয় ঢেউ। সেদেশের চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মর্কেল আগেই এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কেবল জার্মানি বা ইটালিই নয়, করোনার নয়া স্ট্রেন দাপট দেখাচ্ছে স্পেন, ব্রিটেন-সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশেও। সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আমেরিকা। যদিও বাইডেন প্রশাসন দেশের মানুষকে লাগাতার জানিয়ে চলেছেন, বিধিনিষেধে ঢিলে দিলেই কিন্তু ফের সংক্রমণের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হতে চলেছে। সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ভারতেও। বিশেষজ্ঞরা সকলকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, করোনার দাপট এখনও জারি রয়েছে। সাবধান না হলে ফের বিপদ বাড়বে।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

জাতীয় সড়ক অবরোধসহ বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।অবরোধকারীদের অভিযোগ মুঙ্গিয়াকামি থানার সাব ইন্সপেক্টররঞ্জিত দাস সাদা পোশাকে অবরোধ স্থলে এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন।সাদা পোশাকে এসে এধরনের কাজ কর্মে লিপ্ত হওয়ায় আন্দোলনকারীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।তিনি সাদা পোশাকে এসে অবরোধ স্থলে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

সার্কুলার জারি করেছিল এবং ১১ মার্চ আইসিএ বিভাগ সর্বশেষ প্রকাশিত খবরে স্পষ্টতা জারি করেছে।

"সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ব্যাখ্যা ভাইরাল হওয়ার পরেও বিরোধী দলনেতা রাজ্য জুড়ে সাধারণ মানুষ ও বেকার যুবকদের বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি তাদের উস্কে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। যুবকদের অপমান করে মানিক সরকার বলেছেন যে রাজ্য সরকার 'ব্যবহার ও নিক্ষেপ নীতি গ্রহণ করেছে'। এই ব্যাপারে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র বলেন যে প্রদেশ বিজেপি এমন বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

শ্রী চক্রবর্তী বলেন বিরোধী দলনেতার লক্ষ হচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে টিটিএএডিসি নির্বাচনের আগে। আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছেন। সুব্রতবাবু অভিযোগ করে বলেন মানিক সরকারের আমলে লোকেরা অনাহারে থেকেছে, কোনও কাজের সংস্কৃতি ছিল না, প্রশাসন তার কাজগুলিতে অলস ছিল। যাইহোক, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের শাসনে সমস্ত কিছু বদলে গিয়েছে। প্রশাসন যখন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য জনগণের কাছে পৌঁছেছে, কাজের সংস্কৃতি বদলে গিয়েছে, যে কোনও ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তখন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিঘ্নিত করার জন্য বিরোধী দলের নেতারা চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কুমার দাস বলেন, করোনার আবহ কমে গেছে কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। তাই আমাদের আরো সতর্ক হতে হবে। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জীতেন্দ্র কুমার সিনহা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা শুভাশিষ দেববর্মা ও অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডা. রঞ্জিত কুমার দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ডা. রাজেশ চৌধুরী। সম্মেলনে পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা, মেডিক্যাল এডুকেশনের অধিকর্তা ডা. চিন্ময় বিশ্বাস, আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. অসীম দে ছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসকগণ ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে ৮ জেলার কোভিড-১৯ যোদ্ধা চিকিৎসকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও করোনাকালে কাজ করেছেন ইন্টার্ণ ছাত্রছাত্রী, প্রথম, দ্বিতীয়, ত'তীয় বর্ষের পিজি ছাত্রছাত্রী ও পিজিটি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ সংবর্ধনা স্বরূপ মারক তাদের হাতে তুলে দেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব 'স্বাস্থ্য সংবাদ' নামক একটি স্বরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ডা. নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য।

ভাঙচুর

● প্রথম পাতার পর

করে চলেছেন তাদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শনিবার হাঁপানিয়ায় এক মহিলা সাফাই কর্মী লাঞ্ছিত হয়েছেন। জানা যায় একটি হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কাছ থেকে আবর্জনা তুলে আনতে গেলে তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা হয় এমনকি লাঞ্ছিত করা হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই অন্যান্য সাফাই কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

কিছুক্ষণের জন্য কাজকর্ম বন্ধ রেখে অন্যান্য কর্মীরা সেখানে ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে।মহিলা সাফাই কর্মীর সঙ্গে অভব্য আচরণ এবং লাঞ্ছিত করার ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।আমতলী থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংঘবদ্ধ

● প্রথম পাতার পর

সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই উজান অভয়নগর সহ পার্শবর্তী এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃতের ভাই জানিয়েছেন আক্রমণকারী চারজনের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ এই ঘটনায় জড়িত একজনকে আটক করেছে বলে জানায় নিহতের ভাই।

উজান অভয়নগর এলাকার অভিজিৎ এর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে পুলিশও নড়েচড়ে বসেছে। এই ঘটনায় জড়িত অন্যান্যদের আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এদিকে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

এওসি-তে ট্রানজিট শিবিরে চিনে তৈরি হাত গ্রেনেড বিস্ফোরণে অসম রাইফেলস জওয়ান গুরুতর আহত হওয়ার দু দিনের মধ্যে আরও একটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। পিআরইপিএকে জঙ্গি সংগঠন ওই হামলার দায় স্বীকার করেছিল। ওই সংগঠন উগ্রপন্থীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার তীব্র বিরোধিতা করছে। গত ৯ মার্চ ২০ জন উগ্রপন্থী জঙ্গি জীবন ছেড়ে অস্ত্র সহ মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল।

অনাস্থা

● প্রথম পাতার পর

বেশি সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনও জবাব দেননি। শুধু তা-ই নয়, আজকের বৈঠকেও তিনি আসেননি। ডা. সাহা বলেন, তিমিরবাবুকে অপসারণের প্রস্তাব বিসিসিআই-এর কাছে পাঠানো হবে এবং নতুন সম্পাদক নিযুক্তির অনুমতি চাওয়া হবে। এক্ষেত্রে নতুন ভাবে নির্বাচনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিংবা অ্যাপেক্স কমিটির ভোটে নতুন সম্পাদক নিযুক্তি হবে, সমস্ত কিছুই বিসিসিআই-এর নির্দেশের উপর নির্ভর করছে। আপাতত সম্পাদকের সমস্ত কাজ সামলানোর জন্য যুগ্ম সম্পাদক কিশোর দাসকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, বলেন তিনি।

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাবাসীর জন্য তা ভীষণ স্বস্তির বিষয়। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় জনজাতি অংশের মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছেন উগ্রপন্থায় কোনও সমাধান সম্ভব নয়। তাই, যুব প্রজন্ম উগ্রপন্থী দলে যোগ দিক তা কেউ চাইছেন না। এমন-কি, উগ্রপন্থী দলে নতুন করে কেউ যোগ দিচ্ছেন না। তিনি জোর গলায় দাবি করেন, ত্রিপুরায় কোনও উগ্রপন্থী নেই। তবে, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে উগ্রপন্থী গোষ্ঠী গোপন ডেরায় আশ্রয় নিয়ে আছে।

জম্মু বাজারে একাধিক গাড়ি ও বাইকে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত্যু দু'জনের

জম্মু, ১৩ মার্চ (হি.স.): জম্মুর সব্জি ও ফলের বাজারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ল বেপোরয়া একটি ট্রাক। বেপরোয়া ওই ট্রাকের ধাক্কায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় এক ডজন একাধিক গাড়ি ও মোটরবাইক, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু"জন এবং আহত হয়েছেন ৪ জন। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু শহরের নারওয়াল মান্ডিতে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শনিবার সকালে ব্রেক ফেল করার কারণে একটি ট্রাক জম্মু বাজারে ঢুকে পড়ে একটি ট্রাক। ওই ট্রাকে রাজস্থানের নম্বর প্লেট ছিল, চারটি মিনি লোড গাড়ি, তিনটি গাড়ি এবং দু"টি বাইকে ধাক্কা মারে ট্রাকটি।

দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন সুরজ প্রকাশ (৪৫) এবং বোধ রাজ (৪০) নামে দু"জনের। সুরজের বাড়ি আখনুরে এবং রাজ আর এস পুরার বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৪ জন, তাঁদের সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরই ট্রাকের চালক পালিয়ে যায়।

সাদা বলে অশ্বিনের সুযোগ দেখছেন না কোহলি

টেস্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারতের সীমিত ওভারের দলে সুযোগ পান না তিন বছরের বেশি সময় ধরে। এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডারের সাদা বলের দলে ফেরার সুযোগ দেখছেন না বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়কের মতে, রঙিন পোশাকের দলে অশ্বিনকে নেওয়ার জায়গায়ই নেই। অশ্বিন ভারতের হয়ে সবশেষ সাদা বলের ম্যাচ খেলেছেন ২০১৭ সালের জুলাইয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চেহেল ও চায়নাম্যান কুলদিপ যাদব ওয়ানডেতে ভারতের প্রথম পছন্দ। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কের আস্থা অর্জন করেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাই জায়গা হয়েছে সুন্দরের, নেই অশ্বিন। শুক্রবার হতে যাওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টির আগের দিন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে কোহলি জানান, একই মানের দুই ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া সম্ভব নয় তাদের।

"ওয়াশিংটন খুব ভালো খেলছে। দলে একই সামর্থ্য ও মানের দুই জনকে নেওয়া যায় না। যতক্ষণ না ওয়াশি (সুন্দর) খুবই বাজে একটি মৌসুম পার করে এবং সময় খারাপ যায়... যুক্তি দিয়েও প্রশ্ন করতে হবে। অ্যাশকে (অশ্বিন) দলে নিয়ে কোথায় খেলাব, যেখানে ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো একজন ওই কাজটিই করছে দলের জন্য। প্রশ্ন করা সহজ, তবে এর জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে।" ভারতের হয়ে ১১১ ওয়ানডে ও ৪৬ টি-টোয়েন্টিতে যথাক্রমে ১৫০ ও ৫২ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার থেকে বেশ পিছিয়ে ২৬ টি-টোয়েন্টি ও একটি ওয়ানডে খেলা সুন্দর। তবে গত কয়েক বছরে সাদা বলে অশ্বিনের চেয়ে পারফরম্যান্সে সুন্দর এগিয়ে। ২০১৭ সালের আইপিএল থেকে ৫২ টি-টোয়েন্টিতে অশ্বিন ওভারপ্রতি ৭.৫৯ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছেন ৪৮টি, রান করেছেন ২৭৭। এই সময়ে অফ স্পিনে সুন্দর ৮৭ ম্যাচ খেলে ৬৭ উইকেট নিয়েছেন ওভারপ্রতি ৬.৬১ রান দিয়ে। নতুন বলে বেশ কার্যকর সুন্দর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার পথচলা শুরু ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। এরপর থেকে দেশের হয়ে পাওয়ার প্লেতে ২১ টি-টোয়েন্টিতে উইকেট নিয়েছেন ১৩টি। এই সময়ে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দলের মধ্যে সুন্দরের চেয়ে কেবল ৬ জন বোলার প্রথম ছয় ওভারে বেশি উইকেট নিয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের টিম সাউদি ৩৮ টি-টোয়েন্টিতে ২১ উইকেট নিয়ে আছেন শীর্ষে। জাতীয় দল কিংবা আইপিএলে ব্যাট হাতে এখনও নিজেকে প্রমাণের খুব একটা সুযোগ পাননি সুন্দর। তবে তামিল নাড়ু প্রিমিয়ার লিগে ও তামিল নাড়ু রাজ্য দলের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ জেতানো ইনিংস আছে তার। সম্প্রতি টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন তিনি, দুইবার সেঞ্চুরির দুয়ারে গিয়ে ফিরে এসেছেন সঙ্গীর অভাবে।

রিয়ালে আসলে মেসিকে নিজ বাড়িতে রাখতে চান রামোস

লিওনেল মেসির সম্ভাব্য দলবদলের গুঞ্জনে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবের নাম। সেটা যদি হয় রিয়াল মাদ্রিদ? ব্যাপারটা অসম্ভব কল্পনাই বটে। অন্তত সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির অধিনায়ক সের্হিও রামোস এমনটিই মনে করেন। তবে তা কোনোভাবে সত্যি হলে বার্সেলোনা অধিনায়ককে স্বাগত জানাবেন তিনি। এমনকি আর্জেন্টাইন তারকাকে নিজ বাড়িতে রাখার প্রস্তাবও দিয়ে রাখলেন এই স্প্যানিয়ার্ড। আগামী ৩০ জুন শেষ হবে বার্সেলোনার সঙ্গে মেসির চুক্তির মেয়াদ। সম্প্রতি এক ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন রামোস।

সেখানেই রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের রিয়ালে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডারকে। "মেসিকে রিয়াল মাদ্রিদে স্বাগত জানাতে পারলে খুব খুশি হতামসেক্ষেত্রে প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাকে আমার বাড়িতে রাখার সব ব্যবস্থাও করব।" "তার সেরা সময়ের বছরগুলোতে তাকে সামলাতে আমাদের বেগ পেতে হয়েছিল। তাই তার মুখোমুখি না হতে হলে ভালোই হবেসে আমাদের জিততে ও আরও সাফল্য পেতে অবদান রাখতে পারবে।" এ মৌসুম শেষে রামোসের চুক্তিও শেষ হবে রিয়ালের সঙ্গে। এবার প্রশ্নটা তাই উল্টে গেল; রামোসকে কি বার্সেলোনায় দেখা যেতে পারে? উত্তরের সঙ্গে বাস্তবতাও তুলে ধরলেন রামোস। "কোনো সম্ভাবনা নেই(হুয়ান) লাপোর্তার (বার্সেলোনার নতুন সভাপতি) সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দারুণ, কারণ আমি তাকে অনেক পছন্দ করি। তবে জীবনে এমন কিছু জিনিসও আছে যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। যেমন চাভি (এরনান্দেস) বা (জেরার্দ) পিকেকে কখনও রিয়ালে আসতে দেখা যাবে না।"

আবারও সেরা গিনদোয়ান ও গুয়ার্দিওলা

প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে ম্যানচেস্টার সিটি ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে। দলের সঙ্গে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলেছেন ইলকাই গিনদোয়ান। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিযোগিতাটির ফেব্রুয়ারির মাসেরও সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন এই জার্মান মিডফিল্ডার। মাসের সেরা কোচেও নেই পরিবর্তন; এবারও পুরস্কারটি জিতেছেন সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা। ক্লাবটির প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই মাসের সেরা খেলোয়াড় হলেন গিনদোয়ান। ফেব্রুয়ারিতে মোট ছয়টি লিগ ম্যাচ খেলে সবকটিতে জিতেছে সিটি। এ সময়ে চারটি গোল করার পাশাপাশি একটি করান গিনদোয়ান। আবারও পুরস্কারটি পেয়ে গর্বিত গিনদোয়ান। তবে বেশি খুশি এমন অসাধারণ এক দলের সদস্য হতে পেরে, বলেন ৩০ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়।"আশা করি, এভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারব, শিরোপা জিততে পারব। দল কি চায়, আমি জানি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব।"২৯ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা সিটি শনিবার পরের ম্যাচে খেলবে অবনমন অঞ্চলের ফুলহ্যামের বিপক্ষে। এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

রশিদ-হামজার নৈপুণ্যে ফলো অনে জিম্বাবুয়ে

উদ্বোধনী জুটিতে দলকে ভালো শুরু এনে দেন প্রিন্স মাসভাউরে ও কেভিন কাসুজা। বিপর্যয়ে দলের হাল ধরে আশি ছাড়ানো ইনিংস খেলেন সিকান্দার রাজা। কিন্তু তাতেও ফলো অন এড়াতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। রশিদ খান, আমির হামজাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে দলটি। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিন প্রথম ইনিংসে ২৮৭ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। ফলো অনে আবার ব্যাটিংয়ে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে তারা দিন শেষ করেছে ২৪ রান নিয়ে। এখন পিছিয়ে ২৩৪ রানে। রশিদ ও হামজার দারুণ বোলিংয়ে সম্ভাবনা জাগিয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা। ১৩৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন লেগ স্পিনার রশিদ। বাঁ হাতি স্পিনে ৭৩ রানে হামজা নেন তিনটি। আগের দিনের অপরাজিত মাসভাউরে করেন ৬৫ রান। ব্যাটিং ধসে দলের হাল ধরে ৮৫ রান করেন রাজা। বিনা উইকেটে ৫০ রান নিয়ে শুক্রবার দিন শুরু করে জিম্বাবুয়ে। সকালের কঠিন সময় ভালোভাবেই কাটিয়ে দেন দুই ওপেনার মাসভাউরে ও কাসুজা। প্রথম ছয় ওভারে একটি বাউন্ডারি পায় তারা। সপ্তম ওভারে হামজার বলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকান কাসুজা। দেখেশুনেই এগোচ্ছিলেন দুই জন। কিন্তু তাদের জুটি একশ ছোঁয়ার আগেই আঘাত হানেন চোট কাটিয়ে ফেরা রশিদ। যদিও দায় আছে ব্যাটসম্যানেরও। অফ স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে কিপারের হাতে ধরা পড়েন ৬ চারে ৪১ করা কাসুজা। ভাঙে ৯১ রানের উদ্বোধনী জুটি। মাসভাউরে ও তারিসাই মুসাকান্দার ব্যাটেও বড় জুটি গড়ার সম্ভাবনা জাগে। কিন্তু ১১৭ বলে ফিফটি করা মাসভাউরেকে ইনিংস বড় করতে দেননি হামজা। ৬৫ রানে বোল্ড হন জিম্বাবুয়ে ওপেনার। লাঞ্চ বিরতির পর দ্বিতীয় ওভারেই জোড়া আঘাত হানেন সায়েদ শিরজাদ। পরপর দুই বলে তিনি ফেরান আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা প্রতিপক্ষ অধিনায়ক শন উইলিয়ামস ও ওয়েসলি মাধেভেরেকে। আর রশিদের গুগলিতে এলবিডব্লিউ হন ৪১ রান করা মুসাকান্দা। পরের ওভারেই হামজার শিকার রায়ান বার্ল।

রেজিস চাকাভা খেলতে থাকেন আক্রমণাত্মক। রশিদকে মারেন টানা তিন চার। এই লেগ স্পিনারের পরের ওভারে আবারও হাঁকান দুই বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত ৩৩ বলে ৩৩ করা এই ব্যাটসম্যান আউট হন রশিদের বলেই। এক প্রান্ত আগলে রেখে ব্যবধান কমাতে থাকেন রাজা। ৮১ বলে তুলে নেন ফিফটি। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন তিনি। রশিদকে ছক্কায় ওড়ানোর চেষ্টায় ধরা পড়েন বাউন্ডারিতে। থামে তার ১২৯ বলে ৭ চার ও এক ছক্কার ইনিংস। ফলো অনে শেষ বেলায় আবার ব্যাটিংয়ে নেমে কোনো বিপদ ছাড়াই ১৩ ওভার কাটিয়ে দেন মাসভাউরে ও কাসুজা।

কাতারেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ

শেষ তিনটি হোম ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) জানিয়েছে, ২০২২ বিশ্বকাপ ও ২০২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের 'ই' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো কাতারে অনুষ্ঠিত হবে।এএফসি শুক্রবার তাদের ওয়েবসাইটে জানায়, ৩১ মে থেকে ১৫ জুনের মধ্যে বাছাইয়ের এশিয়ান অঞ্চলের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে।এএফসির এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে হোম ম্যাচ খেলার আশা তো বটেই, ওমান ও ভারতের বিপক্ষের হোম ম্যাচ খেলার আশাও শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশের।আগের সূচি অনুযায়ী আগামী ২৫ মার্চ আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ৭ জুনে ভারতের বিপক্ষে এবং ১৫ জুন ওমানের বিপক্ষে বাছাইয়ের ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের।নতুন সূচি অনুযায়ী ভারত ও ওমানের বিপক্ষে ম্যাচের দিনক্ষণ বদলায়নি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ৩ জুন।অনিশ্চয়তার শুরুটা হয়েছিল আফগানিস্তান ম্যাচ থেকে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে দেশটি বাংলাদেশে আসতে রাজি ছিল না। বিষয়টি নিয়ে দেন-দরবারও চলছিল অনেক দিন ধরে। বাংলাদেশ অবশ্য নিজেদের মাঠে খেলার ব্যাপারে অনড় অবস্থানে ছিল। কিন্তু তাতে কাজ হলো না।পাঁচ ম্যাচে চার হার ও এক ড্রয়ে 'ই' গ্রুপে তলানিতে আছে বাংলাদেশ। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ড্র করে একমাত্র পয়েন্ট পেয়েছিল জেমি ডের দল।বাছাইয়ের বাকি সাত গ্রুপের ম্যাচের নিরপেক্ষ ভেন্যুও দিয়েছে এএফসি। 'এ' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো চীনে, 'বি' গ্রুপের ম্যাচ কুয়েতে, 'সি' গ্রুপের খেলা বাহরাইনে হবে।সৌদি আরব 'ডি' গ্রুপ, জাপান 'এফ' গ্রুপ, সংযুক্ত আরব আমিরাত 'জি' এবং দক্ষিণ কোরিয়া 'এইচ' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো আয়োজন করবে।

গুনাথিলাকার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পোলার্ড

দানুশকা গুনাথিলাকার বিরুদ্ধে 'অবস্ট্রাক্টিং দা ফিল্ড' আউটের আবেদন করে 'অনুতপ্ত' কাইরন পোলার্ড। ম্যাচের মাঝে বুঝে উঠতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক। পরে তিনি ভিডিও দেখে ভুল বুঝতে পেরে গুনাথিলাকার কাছে ক্ষমা চান বলে নিজেই জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কান এই ওপেনার। অ্যান্টিগায় গত বুধবার হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ম্যাচের ২২তম ওভারের ঘটনা। পোলার্ডের অফ স্টাম্প ঘেঁষা বল আলতো ডিফেন্স করে রান নিতে উদ্যত হন গুনাথিলাকা। বল ছিল উইকেটেই। গুনাথিলাকা এগিয়ে যান দুই-তিন পদক্ষেপ। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে ছুটে আসা বোলার পোলার্ডকে দেখে থমকে যান তিনি। উল্টো হেঁটেই ক্রিজে ফেরেন বাঁহাতি ওই ব্যাটসম্যান। বল ছিল তার পেছনে। তিনি ক্রিজে ফেরার সময় বল তার পায়ে লেগে সরে যায়। আরেকপ্রান্ত থেকে অভিষিক্ত ব্যাটসম্যান পাথুম নিসানকা ছুটে এসেছিলেন অনেকদূর। তাকে রান আউট করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু ফিল্ডিং করতে আসা পোলার্ড বলের নাগাল পাননি গুনাথিলাকার পায়ে লেগে সরে যাওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করেন পোলার্ড। টিভি রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার দেন আউট। যদিও রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে, গুনাথিলাকা বল খেয়ালই করেননি। কারণ বল ছিল তার পেছনে। ক্রিকেটের আইনে আছে, কেউ যদি তার কথা বা কাজ দিয়ে ফিল্ডিং দলের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাধার সৃষ্টি করে বা বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে 'অবস্ট্রাক্টিং দা ফিল্ড' আউট হবে। অনিচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাক্রমে বাধার সৃষ্টি হলে আউট হবে না। গুনাথিলাকার আউট ইচ্ছাকৃত ছিল না, এমন মন্তব্য করেছেন অনেকেই। পোলার্ডও পরে ওই ঘটনার ভিডিও দেখে উপলব্ধি করেন, লঙ্কান ব্যাটসম্যানের কোনো ভুল ছিল না। নিউজওয়্যারকে

No.F.4-23/ARDD/STY/2020
Dated, Agartala the 08th March,2021.
NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)

Sealed e-tender is hereby invited for rates of Veterinary Medicine (Proprietary, Herbal & General), Feed Supplement, Mineral Mixture & Vaccine etc. for the year 2021-2022 & 2022-2023 on behalf of the Animal Resources Development Department, Govt. of Tripura.
The details of tender specification and tender documents are made available in the website of http://tripuratenders.gov.in / www.ardd.tripuramic.in.
The last date / time of submission of the tender documents by online is on 30/03/2021 at 4:00 PM.

(Dr. K. Sasikumar)
Director
Animal Resources
Dev. Deptt.

ICA-C-3414/21

Ref: Case OR 12/FPU-Kanchanpur/2020-21 dated 30/01/2021 & RO, Kanchanpur vide his letter No.F.17/OR/RO-KCP/2020-21 & forwarded by SDFO, Kanchanpur vide letter No. F.12-6/KSD/SDFO/OR/2020-21 dated 03.02.2021

Mr. Lalhuma S/O. Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura
VS
The State of Tripura
Sri Debajit Baidya, Forester Addl. I/C, FPU Kanchanpur, Kanchanpur Forest Sub-Division

Date of Order	Case summery	Signature
09.02.2021	**WHEREAS Sri Debajit Baidya, Forester Addl. I/C, FPU Kanchanpur vide** OR-12/FPU-Kanchanpur/2020-21 dated 30.01.2021 and forwarded by the Range Officer, Kanchanpur vide his No.F.17/OR/RO-KCP/2020-21 & forwarded by SDFO, Kanchanpur vide letter No.F.12-6/KSD/SDFO/OR/2020-21 dated 03.02.20221 reported that a vehicle was found in illegal carrying of **Karai** logs **measuring 0.608 cum** without any valid documents and was intercepted and seized vehicle bearing **TR-05-D-1682 on 30.01.2021 at about 7.55 Pm.** as per relevant rules under IFA 1927 and Tripura Forest Amendment Act 1986 in vogue from **Daspara-Kanchanpur Road** area while patrolling along with staffs of FPU Kanchanpur and was brought to the safe custody at FPU Office Complex, Kanchanpur. AND WHEREAS on perusal of facts and circumstances of the case the undersigned is of the opinion that prima fascia case exists for use of the said vehicle in commission, of Forest Offence Under Section 41 & 42 of Indian Forest Act.1927 and rules made there under And therefore, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(86) For/14,469 dt.09/06/1987 of the Govt. of Tripura and No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated 12/02/2015 of the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act. 1986 the undersigned contemplated to initiate the confiscation proceeding of the seized vehicle bearing **TR-05-D-1682** **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** have submitted a petition claiming his ownership over the said vehicle with all the relevant documents in support of his claim. THEREAFTER a Show cause notice was issued vide F.3-20 TR-05-A-1682/DFO(N)/DMN-2020-21/10,014-54 dt.03.02.2021. to - **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** legal owner of the seized JCB bearing **TR-05-D-1682** to appear before the undersigned for hearing in person on **09.02.2021 at 2.00 PM** IN response to the notice dated **03.02.2021 Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** in person before the undersigned. Heard the both the sides and during hearing - produced all original documents in support of his claim and in his self statement stated and confessed that a forest offence was committed by in illegal carrying of Karai logs without any valid documents by driver with his knowledge using said vehicle. Further, - **Mr. Lalhuma S/O Mohana, C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** accepted the use of vehicle in commission of forest offence due to lack of knowledge on IFA and forest rules and pleaded guilty and prayed to exonerate him and his driver from said case and release his vehicle as deemed fil by imposing penalty compensation for commission of forest offence as per the provision of the Indian Forest Act. WHEREAS, on perusal of the facts and circumstances of the case, it has been established that the said seized vehicle bearing registration No **TR-05-D-1682** was involved in commission of forest offence by carrying in illegal carrying Karai logs measuring 0.608 cum without any valid documents against forest produce on **30.01.2021** near Daspara-Kanchanpur area under Kanchanpur Forest Sub-Division and North Tnpura District and violated the section 51 A, 41 & 42, 43, 52 and 69 of IFA, 1927. Therefore, it is liable for confiscation under Sub-Section 2 of Section 52(A) of The Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act 1986. AND THEREFORE, in exercise of the power conferred up the undersigned vide notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated 12/02/2015 of the Government of Tripura and No.F.7 (310)/For/FP-2016/25701-474 dated 15/11/2016 of the Govt. of Tripura as Authorized Officer for the purpose of Sub-Section 2 of the Section 52 (A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is hereby ordered, keeping in view of the facts and circumstances of the case And also considering the commitment given by the owner, in his self statement that he would not commit the same in future And considering his prayer on the above condition, the confiscation proceeding is stayed temporarily and OR should be drawn & against owner compounded on realization of **Rs 11,000/- (Rupees Eleven thousand) only.** as valuation of the seized vehicle and **Rs. 1,000/- (Rupees One thousand) only** y as compensation of the said case. The said vehicle may be released on realization of the amount in total on "as is **where** is **basis**" after taking proper receipt from - **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** If the said amount is not deposited within 25 days from the date of issue of this order, the said vehicle shall stand confiscated ex-parte. The seized forest produce Karai logs measuring 0.608 cum confiscated to the State of Tripura and Directed **Range Officer, Kanchanpur** to take custody of the seized forest produce and dispose as per existing rule. Issued under my seal and signature on this day **09.02.2021**	Sd/- 09.02.2021 [H. Vignesh. IFS] Authorized Officer DFO, North

To,
Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura

ICA-D-1660/21

আউট সোর্সিংয়ে চাকুরীর প্রতিবাদে বামপন্থী যুব সংগঠনগুলির উদ্যোগে শনিবার আগরতলায় মিছিল। ছবি নিজস্ব।

বোরখা নিষিদ্ধ হতে চলেছে শ্রীলঙ্কায়

কলম্বো, ১৩ মার্চ (হি. স.) : শ্রীলঙ্কায় নিষিদ্ধ হতে চলেছে বোরখা। পাশাপাশি বন্ধ করে দেওয়া হবে হাজারেরও বেশি ইসলামিক স্কুল। শনিবার এমনটাই জানিয়েছেন সেদেশের জন নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী শরথ বীরাসেকেরা। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সইও করে ফেলেছেন তিনি। এখন কেবল শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভার অনুমোদনের অপেক্ষা।

শরথ বীরাসেকের জানিয়েছেন, জাতীয় সুরক্ষার স্বার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, "অতীতে আমাদের এখানে মুসলিম মহিলারা কখনওই বোরখা পরতেন না। এটা আসলে ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতীক, যা বর্তমানে হঠাৎ করেই দেখা দিয়েছে। আমরা এটা অবশ্যই নিষিদ্ধ করব।' এদিকে, হাজারেরও বেশি স্কুল বন্ধের প্রসঙ্গে তিনি জানান, ওই স্কুলগুলি জাতীয় শিক্ষা নীতি লঙ্ঘন করছে, তাই এই সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, 'কেউ হঠাৎ করে নিজে থেকে একটি স্কুল খুলে ফেলল, আর বাচ্চাদের যা ইচ্ছে শেখাতে শুরু করল। এটা কখনওই হতে পারে না।' এবার শ্রীলঙ্কার মন্ত্রিসভার অনুমোদনের মিললেই সেদেশে বোরখা পরা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। পাশাপাশি বন্ধ হবে ইসলামিক স্কুলগুলিও।

ষড়যন্ত্র নয়, নন্দীগ্রামে দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা কমিশনে 'রিপোর্ট' পর্যবেক্ষকদের

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : নন্দীগ্রামে কোনও হামলা হয়নি, দুর্ঘটনাতেই আহত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা বিষয় সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে শনিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এমনই রিপোর্ট দিলেন রাজ্যের দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক ও বিবেক দুবে। তৃণমূল নেত্রীর উপর পরিকল্পিত হামলার তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন দুই পর্যবেক্ষকই। ওই ঘটনায় মুখ্যসচিবরে পাঠানো রিপোর্টেও হামলার কোনও উল্লেখ নেই।

নন্দীগ্রামে ভোটপ্রচারে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জখম হওয়ার ঘটনায় মুখ্যসচিব ও সিইও-র কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছিল নির্বাচন কমিশন। একইসঙ্গে দুই বিশেষ পর্যবেক্ষককে নিজেদের মতামত জানানোর কথাও বলা হয়েছিল। সেই মত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনার তদন্ত করতে শুক্রবার পূর্ব মেদিনীপুরে যান কমিশনের সাধারণ পর্যবেক্ষক অজয় নায়েক ও পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে। সেখানে তিন জেলার জেলাশাসক — পুলিশ সুপার ও অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। কথা বলেন রাজনৈতিক দলগুলির স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে। এর পরই শনিবার নিজেদের মতামত নির্বাচন কমিশনকে জানান তাঁরা। যেখানে তাঁরা সাফ জানান, ষড়যন্ত্র নয়, নন্দীগ্রামে দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বরং তাঁদের দাবি, সেই সময় কড়া পুলিশি বেষ্টনীতে ছিলেন মমতা।

ওই ঘটনায় মুখ্যসচিবরে পাঠানো রিপোর্টেও হামলার কোনও উল্লেখ নেই। রাজ্য মুখ্যসচিবের দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গাড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, একটি খুঁটির কথাও উল্লেখ রয়েছে। তবে কেউ বা কারা মুখ্যমন্ত্রীকে ধাক্কা দিয়েছিলেন কি না, তার কোনও কথা উল্লেখ নেই বলেই জানা গিয়েছে। ফলে কীভাবে আচমকা গাড়ির দরজা বন্ধ হল কিংবা তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে লেগেছে কি না, তা বোঝা যাচ্ছে না। তাই মুখ্যসচিবের কাছে দু, একটি প্রশ্নের উত্তর নির্দিষ্টভাবেই পুনরায় জানতে চেয়েছে কমিশন।

প্রসঙ্গত, বুধবার নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনায় ঘুরিয়ে কমিশনকেই দায়ী করেছিল তৃণমূল। তাদের দাবি ছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হওয়ার ঠিক আগের দিন রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে রদবদল করেছে কমিশন। তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বীরেন্দ্রকে সরিয়ে দিয়েছে তারা। যদিও কমিশনের কাছে জমা পড়া সমস্ত রিপোর্টেই দুর্ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৮ জুন থেকে শুরু অমরনাথ যাত্রা

শ্রীনগর, ১৩ মার্চ (হি. স.) : আগামী ২৮ জুন থেকে শুরু হবে আমরনাথ যাত্রা। চলবে ২২ আগস্ট পর্যন্ত। শনিবার শ্রীনগরে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । এ বছর ৫৬ দিন অমরনাথ যাত্রা চলবে। আগামী ১৪ এপ্রিল থেকে পূণ্যার্থীরা অমরনাথ যাত্রার জন্য নাম নথিভুক্ত করাতে পারবেন। দুর্গম ও কষ্টকর তীর্থযাত্রায় যাঁরা অংশ নেবেন সেই পূণ্যার্থীদের কষ্ট লাঘবের জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের সদস্যরা। শ্রীনগর থেকে বালতাল পর্যন্ত হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু করার পাশাপাশি যাত্রার কিছুটা পথে ব্যাটারি চালিত গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত বছর করোনাভাইরাসের কারণে অমরনাথ যাত্রা বাতিল করা হয়েছিল। প্রথমে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রথমে জানানো হয়েছিল জুলাইয়ের ২১ তারিখ থেকে আগস্টের তিন তারিখ পর্যন্ত যাত্রা হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। এবারও বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে তাতে অমরনাথ যাত্রা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। যদিও পূণ্যার্থীদের আবেগের কথা ভেবে চলতি বছর অমরনাথ যাত্রা আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডের পক্ষ থেকে এদিন জানানো হয়েছে, যাঁরা অমরনাথ যাত্রায় অংশ নিতে পারবেন না, তাঁদের কথা মাথায় রেখে এ বছরেও সকাল ও সন্ধ্যার আরতি সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২৭৬ জন

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : নির্বাচনী আবহে ফের বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২৭৬ জন। রাজ্যের স্বাস্থ্যদফতরের পরিসংখ্যান বলছে গত দু'দিনে রাজ্যের করোনা গ্রাফের খুব একাট হের-ফের হয়নি। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে করোনার বলি ১জন।

শনিবার স্বাস্থ্যদফতরের দেওয়া বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ২৭৬ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা হল ৫ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ জন। যার মধ্যে শহর কলকাতায় একদিকে আক্রান্ত ৯৪ জন। প্রত্যাশিতভাবেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। একদিনে সেখানে ৭৭ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের হদিশ মিলেছে। একদিনে কমেনি অ্যাকটিভ কেসও। বর্তমানে করোনায় চিকিৎসাধীন ৩ হাজার ১৩৯। তবে এই ভাইরাস এখনও কেড়ে চলেছে মানুষের প্রাণ। গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলায় করোনার বলি ১জন। মৃত উত্তর ২৪ পরগনার। অন্যান্য জেলায় এদিন করোনায় কারও প্রাণ যায়নি। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে কোভিড-১৯-এ প্রাণ হারিয়েছেন ১০ হাজার ২৮৮ জন। তবে করোনা ভাইরাস সঙ্গে লড়াইয়ে ভরসা জোগাচ্ছেন কোভিডজয়ীরাই। গত ২৪ ঘণ্টাতেই যেমন সুস্থ হয়ে উঠেছেন ২৬৯ জন। এ নিয়ে রাজ্যে মোট ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬৩৭ জন করোনাজয়ী। সুস্থতার হার ৯৭.৬৮ শতাংশ। টিকাকরণের পাশাপাশি সমান তালে চলছে টেস্টিংও। এখনও পর্যন্ত মোট ৮৮ লক্ষ ৫ হাজার ৭৯৬টি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে রাজ্যে। যার মধ্যে ২৪ ঘণ্টায় করোনা টেস্ট হয়েছে ১৭ হাজার ৮৩৫ জনের।

পানীয় জলের পাম্প বিকল হওয়ায় চরম সংকটে বাসিন্দারা

ঝাড়গ্রাম, ১৩ মার্চ (হি. স.) : তিন চারদিন আগে সোলার চালিত পানীয় জলের পাম্পটি বিকল হয়ে যাওয়ায় চরম পানীয় জলের সংকটে পড়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা। পানীয় জলের পাম্পটি বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পানীয় জল নিয়ে আসতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। স্থানীয় প্রশাসনকে আবেদন নিবেদন করলেও পাম্প মেরামত করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন।

এদিকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে পাম্প না মেরামতি করার জন্য ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের মনে। এই ঘটনাটি বিনপুর দুই ব্লকের বেলপাহাড়ী একেবারে ঝাড়খন্ড সীমান্তবর্তী চড়কপাহাড়িগ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত তিন চারদিন আগে হঠাৎ করে সোলার চালিত পানীয় জলের পাম্পটি বিকল হয়ে যায়। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে বিষয়টি জানানো হলেও তারা কোনও কর্ণপাত করেনি বলে অভিযোগ। চড়কপাহাড়ি গ্রামের প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি পরিবারের লোকজনেরা এই পাম্পটি জলের উপর নির্ভরশীল। অভিযোগ সোলার চালিত এই পানীয় জলের পাম্পটি বিকল হয়ে যাওয়ায় প্রায় দু থেকে আড়াই কিলোমিটার দূর থেকে পানীয় জলে নিয়ে আসতে হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দাদের।

সক্রিয় রোগী বেড়ে ১.৭৮ শতাংশ, ভারতে ২২.৫৮ কোটির ঊর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে ভারতে গত কয়েকদিন ধরে বেড়েই চলেছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৫৮-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১২ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৮,৪০,৬৩৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৫৮,৩৯,২৭৩-এ পৌঁছে গিয়েছে।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৪,৭৮৫ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী, তবে সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৯,৯৫৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৮,৪৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১৪০ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১,০৯,৭৩,২৬০ জন (৯৬.৮২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৪,৮৭৫ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২,০২,০২২ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৭৮ শতাংশ)।

এপ্রিলেও ভোটের প্রচারে একাধিকবার পশ্চিমবাংলা সফরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১৩ মার্চ (হি.স.) : শুধু মার্চে নয়, এপ্রিলেও ভোটের প্রচারে একাধিকবার রাজ্য সফরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে একাধিক জেলায় সভায় করবেন। এমনকী কলকাতাতেও ফের জনসভা করবেন তিনি।

জানা গিয়েছে, ১ এপ্রিল মথুরাপুর এবং উলুবেড়িয়ায় জোড়া সভা থাকবে প্রধানমন্ত্রীর। এরপর ৩ এপ্রিল আরামবাগে সভা করবেন। ৬ এপ্রিল যাবেন কোচবিহার এবং সোনারপুরে। এরপর ফের ১০ এপ্রিল রাজ্যে আসবেন। সেদিন শিলিগুড়িতে আসবেন মোদি। এখানেই শেষ নয়, ১২ এপ্রিল কল্যাণী এবং বর্ধমানে ফের জোড়া জনসভা প্রধানমন্ত্রীর। এরপর ১৪ এপ্রিল বারাসত এবং কৃষ্ণনগরে মোদী। তারপর ১৭ এপ্রিল গঙ্গারামপুর এবং ২০ এপ্রিল মুর্শিদাবাদে সভা করবেন তিনি। ২২ এপ্রিল আসানসোল এবং মালদায় সভা তাঁর। এর পরদিনই খাস দক্ষিণ কলকাতায় জনসভা করবেন নরেন্দ্র মোদী।

২ বেড়ে তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৬৫২

হায়দরাবাদ, ১৩ মার্চ (হি.স.): কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্ত মাত্র ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে, সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২১৬ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০০,৯৩৩ এবং এযাবত মৃত্যু হয়েছে ১,৬৫২ জনের।

স্বস্তি দিয়ে তেলেঙ্গানায় বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যা, তেলেঙ্গানায় এই মুহূর্তে সুস্থতার সংখ্যা ২,৯৭,৩৬৩ জন। শনিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২১৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৩৬৩ জন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১ হাজার ৯১৮ জন।

করোনা বিধি মেনে এবার খুলছে জেএনইউ লাইব্রেরি

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) পর্যায়ক্রমে ক্যাম্পাসটি আবার চালু করছে। যাতে, শনিবার জেএনইউ প্রশাসনও শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠাগারটি খোলার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে লাইব্রেরিটি পুরোপুরি খোলার দাবি করে আসছে।সেই দাবি মেনে শনিবার জেএনইউ প্রশাসন একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে যে ডাঃ বিআর আম্বেদকর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিচতলায় অবস্থিত পাঠকক্ষগুলি পর্যায়ক্রমে পুনরায় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, কেন্দ্রীয় সরকারের করোনা বিধি ও নির্দেশিকা মেনেই চালু হচ্ছে পাঠাগার। যেমন মাস্ক পরা এবং সামাজিক দূরত্বের নিয়মাবলী বজায় রাখতে হবে।

শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি গোটবায়া রাজাপাক্ষের ফোনালাপ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এই মতবিনিময়কালে, উভয় নেতা সময়োপযোগী উন্নয়ন ইস্যুতে দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপাক্ষিক ফোরামে দু''দেশের মধ্যে চলমান সহযোগিতা পর্যালোচনা করেন।এদিনের ফোনালপে চলমান করোনা জনিত চ্যালেঞ্জগুলির উল্লেখ সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতেও সম্মত হয়েছেন তাঁরা।

পাকিস্তানে শোয়েব আখতারের নামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম, উচ্ছ্বসিত রাওলপিণ্ডি এক্সপ্রেস

রাওলপিণ্ডি, ১৩ মার্চ (হি.স.) : পাকিস্তানের রাওলপিণ্ডির কেআরএল স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হল শোয়েব আখতারের নামে। রাওলপিণ্ডি এক্সপ্রেস নিজে টুইটারে এ কথা জানিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। রাওলপিণ্ডির গর্বের নাম শোয়েব আখতার। তাঁকে সম্মান জানাতেই এ বার রাওলপিণ্ডির কেআরএল স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হল তাঁর নামে। শোয়েবের নামে কেআরএল-এর নতুন করে নামকরণের পর টুইটে আবেগঘন পোস্ট করেন প্রাক্তন পাক পেসার। তিনি লিখেছেন, 'এটা জানাতে আমি সম্মানিত এবং একইসঙ্গে গর্ববোধ করছি যে, রাওলপিণ্ডির কেআরএল স্টেডিয়ামের নতুন নামকরণ হয়েছে শোয়েব আখতার স্টেডিয়াম। আমি সাধারণত বাক্যহারা হই না। কিন্তু আজ আমি বাক্যহারা। সত্যি কথা বলতে, বছরের পর বছর সকলে আমাকে যে ভাবে ভালবেসেছে, সম্মান দেখিয়েছে, তার পর তাঁদের ধন্যবাদ জানানোর কোনও ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

করোনা আক্রান্ত আশিষ বিদ্যার্থী, ভর্তি হাসপাতালে

মুম্বাই, ১৩ মার্চ (হি. স.) : এবার করোনায় আক্রান্ত হলেন অভিনেতা আশিষ বিদ্যার্থী। ভর্তি হয়েছেন হাসপাতালে। সম্প্রতি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে নিজের করোনার পজিটিভের কথা জানান তিনি। নিজের শেয়ার করা এই ভিডিও বার্তায় আশিষ বিদ্যার্থী জানিয়েছেন, ''আমি কোভিড টেস্ট করতে দিয়েছিলাম, যার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এখন চিকিৎসার জন্য দিল্লির হাসপাতালে যেতে হবে আমাকে। এছাড়াও আমি জানাতে চাই যে এই কদিন যারা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলে যেন কোভিড টেস্ট করে।

ব্রাজিলে করোনার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ২,১৫২ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১৩ মার্চ (হি.স.): ব্রাজিলে করোনাভাইরাসের বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ১৫২ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৮৪,০৪৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ১৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৭৬-তে পৌঁছেছে। সংক্রমণ প্রতিদিনই দ্রুততার সঙ্গে ব্রাজিলে।

'আমি বাইরে রোগা, ভিতরে দারোগা', ভোটের প্রচারে কাঞ্চন

উত্তরপাড়া, ১৩ মার্চ (হি.স.) : "আমি বাইরে রোগা, ভিতরে দারোগা।" শনিবার উত্তরপাড়ায় ভোট প্রচারের এমনটাই বলেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী কাঞ্চন মল্লিক। এদিনবহিরাগত তত্বকে নস্যাৎ করে কাঞ্চন বলেন, "আমি সুখের সময়ে এসে দাঁড়াইনি, আমি লড়াইয়ের সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই আমাকে বহিরাগত বলে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে, আমি এলাকার জন্য কী কাজ করতে পারব, তাঁদের উদ্দেশে একটাই কথা বলব, আমি বাইরে রোগা, ভিতরে দারোগা।

একুশের বিধানসভা ভোটে উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে। যা নিয়ে স্থানীয়রা অনেকেই মনোক্ষুণ্ণ হয়েছিল। শনিবার উত্তরপাড়ায় গিয়ে ভোট প্রচারের মঞ্চ থেকেই তাঁদের উদ্দেশে কাঞ্চনের মন্তব্য, "যেদিন থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপাড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে আমার নাম ঘোষণা করেছেন, সেদিন থেকেই প্রকাশ্যে হোক কিংবা কানাঘুষো, আমার নামের পাশে 'বহিরাগত' শব্দটা খুব বেশি করে শুনতে পাচ্ছি। বলার আগে একটু ভাল করে ভেবে দেখুন, এই এলাকার সাংসদ শ্রী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, তাঁর আদিবাস বাঁকুড়ায়। তাঁর নেতৃত্বে আজ হুগলি জেলা শান্তিতে ঘুমোয়। উনি কি বহিরাগত? যাঁরা এখানকার স্থানীয় হয়েও রাজনৈতিক দল-বদলেছেন, সেসব সুখের পাখিরা উড়ে গিয়েছে।"

নাম না করেই এরপর বিজেপিতে যাওয়া প্রবীর ঘোষালকে বিঁধে বললেন, "এটা আসলে এখানকার বাসিন্দাদের পূববর্তী অভিজ্ঞতা, আমার আগে যাঁরা এখানে বিধায়ক হিসেবে ছিলেন, তাঁরা এখানে থাকেননি। যখন আমি তৃণমূলে যোগ দিইনি, সেই সময় থেকে দেখেছি, কেউ হাউহাউ করে কেঁদে, কেউ বা আবার দমবন্ধ হয়ে চলে গিয়ে পরের দিনই ওনার নামে গালাগালি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশ থেকে এক এক করে সৈনিকরা সরে গিয়েছে। আমি আদি কালীঘাট নিবাসী হয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "আমি সুখের সময়ে এসে দাঁড়াইনি, আমি লড়াইয়ের সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি। কাজেই আমাকে বহিরাগত বলে যাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করছেন যে, আমি এলাকার জন্য কী কাজ করতে পারব, তাঁদের উদ্দেশে একটাই কথা বলব, আমি বাইরে রোগা, ভিতরে দারোগা।।"

সেই সঙ্গে তাঁর আরও দাবি, মে মাসের ২ তারিখের পর মিলিয়ে নেবেন, তৃণমূল ভবনে আবারও ভিড় হবে। আবারও যাঁরা চলে গিয়েছেন, তাঁরা কান ধরে ফিরে আসতে চাইবেন দলে। সেইদিন আমরা প্রতিবাদ জানাব, যাঁরা তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন, তাঁরা আর নয়!"

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।